শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণের রাসপূজা পদ্ধতি

॥ ওঁ তৎসৎ ॥

॥ ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়ঃ ॥

শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণের রাসপূজা পদ্ধতি।

ফর্দ্দমালাসহ।

মেদিনীপুর জেলান্তর্গত বৈকুণ্ঠপুর নিবাসী

৺বৈদ্যনাথ গোস্বামী ভাগবৎ-ভূষণ

এর পুত্র

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ভক্তিভূষণ

কর্তৃক সঙ্কলিত

মুকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙঘয়তে গিরিম্।
যৎ কৃপাতমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্ ॥

যাহার কৃপায় মুক্‌কে বাচাল করে এবং পঙ্গুকে পর্ব্বত
তিক্রম করায় আমি সেই পরমানন্দ মাধবকে বন্দনা করি ॥

সূচীপত্র

সূচীপত্র সমাপ্ত

ফর্দ্দমালা

॥ শ্রীশ্রীরাসপূজা পদ্ধতি ॥

সিদ্ধি
সিন্দুর
হরিতকী
তিল
যব
বহেড়া
শ্বেতসর্বপ
ধান্য
মাসকলাই
ছোলা
পঞ্চগুড়ি
পঞ্চরত্ন
পঞ্চশস্য
পঞ্চকলাই
পঞ্চপল্লব
পঞ্চ গব্য
সাদা সুতা
লাল সুতা
ডালা
লাটাই – ১টা
তীরকাঠি – ৪টা
রাসমঞ্চ

পৈতা – ৫টা
গোটা সুপারি – ৫টা
গোটা পান –২৫টা
ধূপ, ধুনা
প্রদীপ
বরণডালা
আবাটা
হরিদ্রা
সর্বৌষধি
মহৌষধি
দ্বারঘট – ৪টা
বড় ঘট –১টা
সশীষডাব –১টা
মাঙ্গল্যদ্রব্য
আইভাঁড় – ৪টা
ছোট খুরি – ৪টা
গুরুবরণ ধুতি – ১টা
পুরোহিত বরণ
ধুতি, উড়ানি
শ্রীকৃষ্ণের ধুতি– ১টা
অষ্টগোপীদের পূজা
শ্রীরাধার রঙ্গীন শাড়ী – ১টা

গামছা – ২টা
বরণাঙ্গুরী – ২টা
আচার্য্যবরণ ধুতি
আসনাঙ্গুরী
মধুপর্ক বাটি
দধি, দুগ্ধ
ঘৃত, মধু
গোময়, গোমুত্র
আতপ চাউল
সিদ্ধ চাউল
ফুল, তুলসী
বিল্বপত্র, দূর্ব্বা
পুষ্পমালা
তুলসীমালা
রাসপূজার বস্ত্র
বেদী উৎসর্গের গামছা
বেদী বেষ্টনী
লাল শালু
কাগজ ফুল
কৃত্রিম কল্পবৃক্ষ
রাসফুল
ফুলছড়ি

শোলার মালা
সন্দেশ, বাতাসা,
ছানা, মাখন, ক্ষীর,
লুচি, মালপোয়া,
অন্যান্য ভাজা ইত্যাদি
জলপাত্র, নারিকেল,
ডাব, মেওয়া ফল,
এলাচ, লবঙ্গ,
দারুচিনি, জৈত্রি
বড় নৈবেদ্য
কুচা নৈবেদ্য
ফল ইত্যাদি
ভোজ্য
গঙ্গাজল
গঙ্গামাটি
হোমের দ্রব্য
বালি, কাষ্ঠ, কুচি
হোমের ঘৃত
খোড়কে
করবী পুষ্প- ২৮টা
পূর্ণ পাত্র
দক্ষিণা

॥ শ্রীশ্রীরাসপূজা পদ্ধতি ॥

তিলক পদ্ধতি— গোপীচন্দন দ্বারা দ্বাদশাঙ্গৌ তিলক রচনা করিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা তুলসীপত্রে সেই সেই স্থান স্পর্শ করিয়া মন্ত্র পাঠ করিবেন।

ললাটে— কেশবায় নমঃ, উদরে – শ্রী নারায়ণায় নমঃ, বক্ষস্থলে – শ্রী মাধবায় নমঃ, কণ্ঠে – শ্রী গোবিন্দায় নমঃ, দক্ষিণ কুক্ষিতে – শ্রী বিষ্ণবে নমঃ, দক্ষিণ বাহুতে – শ্রী মধুসূদনায় নমঃ, দক্ষিণ স্কন্ধে – শ্রী ত্রিবিক্রমায় নমঃ, বাম কুক্ষিতে – শ্রী বামনায় নমঃ, বাম বাহুতে – শ্রী শ্রীধরায় নমঃ, বাম স্কন্ধে– শ্রী হৃষিকেশায় নমঃ, পৃষ্ঠে – শ্রী পদ্মনাভায় নমঃ, কটিদেশে – শ্রী দামোদরায় নমঃ। পরে হস্ত প্রক্ষালিত জল মস্তকে দিয়া শ্রী বাসুদেবায় নমঃ।

আচমন– ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ তদ্‌বিষ্ণু পরমং পদম্, সদা পশ্যন্তি সুরয়ঃ, দিবীব চক্ষুরাততম্।ওঁ মাধব মাধব বাচি, মাধব মাধব হৃদি,স্মরন্তি সাধবঃ সর্ব্বে সর্ব্ব কার্য্যেষু মাধবঃ। ওঁ মঙ্গলং ভগবান বিষ্ণু, মঙ্গলং মধুসূদনম্। প্রারম্ভে কর্ম্মণাং বিপ্রং পুণ্ডরীকম্ স্মরেধবরিম্ ॥ ওঁ স্মৃতে সকল কল্যাণং ভাজনং যত্র যায়তে পুরুযোত্তমজং নিত্যং ওঁ শঙ্খং চক্রং ধরং বিষ্ণুং নিলয়াচ্চিত, গোবিন্দং পুণ্ডরীংকাক্ষং রক্ষমাং স্মরণাগতঃ। ওঁ সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যং বরেণ্যং বরদং শুভম, নারায়ণং নমস্কৃত্যং সর্ব্বকর্ম্মাণি কারয়েৎ।ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ ॥(শূদ্রপক্ষে 'ওঁ' স্থলে 'নমঃ' বলিবেন।)

জলশুদ্ধি – অঙ্কুশ মুদ্রাদ্বারা ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরী সরস্বতী, নর্ম্মদে-সিন্ধু-কাবেরী জলেঽস্মিন্ সান্নিধং কুরু, ওঁ পবনাক্ষ সরশ্চৈব তথা মানসী জাহ্নবী যমুনা শ্যামকুন্ডঞ্চ রাধাকুন্ড তথৈবচ, ব্রহ্মকুন্ড সূর্য্যকুন্ড মে বচ, এতানি সর্ব্বতীর্থানী অস্মিন্‌কালে ভবন্তেহঃ ॥

পুষ্পশুদ্ধি— ওঁ পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্পাসম্ভবে পুষ্প চয়াবকীর্ণে চ হুং ফট্ স্বাহাঃ, পুষ্পানি বনজাতানি বায়ব্যাং চন্দ্র সূর্য্যয়োঃ এতানি সর্ব্বপুষ্পানি পুষ্পশুদ্ধি প্রজায়তে ॥

তুলসীশুদ্ধি— ওঁ তুলস্য মৃতনামাসি বিষ্ণুবক্ষ স্থলাশ্রয়ে, কেশবার্থে চেনোমিত্বং বরদাভব শোভনে, তদঙ্গ সম্ভবে পত্রে পূজয়ামি যথা হরিম্ তথা কুরু, পবিত্রাঙ্গী কলৌ মল বিনাশিনীম্ ॥

দুর্ব্বা— ওঁ কান্ডাৎ কান্ডাৎ প্ররোহন্তি পরুষ পরুষোস্পরি এবানো দুর্ব্বে প্রতনু সহস্রেন শতেন চঃ ॥

বিল্বপত্র— ওঁ পূণ্যবৃক্ষ মহাভাগ মালুর শ্রীফলপ্রভো, মহে? পূজনার্থায় তৎ পত্রামি চিনোম্যহম্ ॥

গন্ধ চন্দন— ওঁ গন্ধদ্বারা দূরাধর্ষাং নিত্যপূষ্টাং করিষীণীম্ ঈশ্বরীং সর্ব্বভূতানাং ত্বামিহো পহ্বয়ে শ্রিয়ম্ ॥

অর্ঘ্য বা আতপ তন্ডুল— ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্র বৃদ্ধশ্রবা স্বস্তি নঃ পুষা বিশ্ববেদা স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্য অরিষ্টনেমি স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু ॥

আসনশুদ্ধি— এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ, ওঁ অস্য আসনমন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠঋষি সুতলংছন্দঃ কুর্ম্মদেবতা আসন উপবেশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ পৃথ্বী ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবী ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা, তঞ্চধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরুচাসনম্। বামে গুরুভ্যোঃ নমঃ, পরম গুরুভ্যোঃ নমঃ, পরাপর গুরুভ্যোঃ নমঃ, পরমেষ্ঠি গুরুভ্যোঃ নমঃ, দক্ষিণে গণেশায় নমঃ, উর্দ্ধে ব্রহ্মণে নমঃ, অধঃ অনন্তায় নমঃ, পশ্চাৎ ক্ষেত্রপালায় নমঃ, সম্মুখে পুজিত দেবতা শ্রীগোবিন্দায় বা অধিষ্ঠাতা দেবতায়ৈ নমঃ ॥

কান্ডরোপণ— তীরকাঠি ৪টি স্পর্শ করিয়া পাঠ করিবেন— ওঁ কান্ডাৎ কান্ডাৎ প্ররোহন্তি পরুষঃ পরুষোস্পরি, এবানো দূর্ব্বে প্রতনু সহস্রেন শতেন চঃ ॥

সূত্রবেষ্টন— ওঁ সুত্রমাণং পৃথিবীং দ্যামনেহসং সুশর্ম্মাণমদিতিং সুপ্রণীতিম্। দৈবীং নাবং স্বরিত্রা মনাগসমস্রবন্তি মা রুহেমা স্বস্তয়ে ॥

বেদী শোধন— ওঁ বেদ্যা বেদীঃ সমাপ্যতে বর্হিষা বর্হিরিন্দ্রিয়ম্, যুপেন যুপ আপ্যায়তাম্ প্রণীতোঽগ্নিরগ্নিনা ॥

বিতান শোধন— ওঁ ঊর্দ্ধ উ ষু ণ উতয়ে, তিষ্ঠা দেবো ন সবিতা, ঊর্দ্ধো বাজস্য সবিতা যদাঞ্জিভির্ব্বাঘদ্ভি বিহ্বয়ামহে , মন্ত্রে পঞ্চগব্য দ্বারা বিতান শোধন করিবেন।

নারায়ণ শিলার স্নানমন্ত্র— ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষ সহস্রাক্ষ সহস্রপাৎ, স্বভূমিং সর্ব্বতো বৃত্বা অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্ ॥

তুলসী অর্চ্চনা– এতে গন্ধপুষ্পে এতেভ্যঃ সচন্দন তুলসী পত্রেভ্যোঃ নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নারায়ণায় নমঃ, এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ বিষ্ণবে নারায়ণায় নমঃ, মন্ত্রে তুলসীর অর্চনা করিয়া নারায়ণকে তুলসী দিবেন। **তুলসীদান মন্ত্র**— এতৎ সচন্দন তুলসীপত্রম্ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা অথবা নারায়ণায় নমঃ ॥

পঞ্চগব্য শোধন (সামবেদ)— **গোমুত্র**— গায়ত্রী পাঠ। **গোময়**– ওঁ গাবশ্চিদ্গা সমন্যবঃ সজাত্যেন মরুতঃ সবন্ধবঃ রিহতে ককুভো মিথঃ ॥

দুগ্ধ— ওঁ গব্যোসুনো যথা পুরাশ্বয়োতঃ রথয়া বরিবস্যা মহোনাম্ ॥

দধি— ওঁ দধিক্রাব্নো অকারিষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ। সুরভি নো মুখা করোৎ প্র ণ আয়ুংষি তারিষৎ॥

ঘৃত– ওঁ ঘৃতবতী ভূবনানা মভিশ্রিয়োর্ব্বি পৃথ্বী মধুদুঘে সুপেশসা দ্যাবাপৃথিবী বরুণস্য ধর্ম্মণা বিস্কভিতে অজরে ভূরিরেতসা ॥

কুশোদক— ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্বাহুভ্যাং পুষ্ণো হস্তাভ্যাং গৃহ্নামি ॥ অতঃপর গায়ত্রী পাঠ করিয়া সমস্ত একীকরণ করিবে।

(যজুর্ব্বেদী)— **গোমুত্র**— গায়ত্রী পাঠ। **গোময়**– ওঁ গন্ধদ্বারা দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করীষিণীম্। ঈশ্বরীং সর্ব্বভূতানাং ত্বামীহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্ ॥

দুগ্ধ— ওঁ আ প্যায়স্ব সমেতু তে বিশ্বতঃ সোমবৃষ্ণ্যং ভবা বাজস্য সঙ্গথে ॥

দধি— ওঁ দধিক্রাব্নো অকারিষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ সুরভি নো মুখা করোৎ প্র ণ আয়ুংষি তারিষৎ।

ঘৃত— ওঁ তেজোঽসি শুক্রমস্যঘৃতমসি ধামনামসি, প্রিয়ং দেবানা-মনা ধৃষ্টং দেব যজনমসি ॥

কুশোদক— ওঁ দেবস্যত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্বাহুভ্যাং পুষ্ণো হস্তাভ্যামাদদে ॥ অতঃপর গায়ত্রী পাঠ করিয়া সমস্ত একীকরণ করিবে।

(ঋগ্‌বেদী)— গোমূত্র— গায়ত্রী পাঠ। গোময়— ওঁ গাবশ্চিদ্‌গা সমন্যবঃ সজাত্যেন মরুতঃ সবন্ধবঃ রিহতে ককুভো মিথঃ ॥

দুগ্ধ— ওঁ আপোঽদ্যান্বচারিষং রসেন সমগস্মহি পয়স্যান্ নগ্ন আগহি, ত্বং মাসংসৃজ বর্চ্চনা ॥

দধি— ওঁ উদ্বুদ্যধ্বং সমনসঃ সখায়ঃ সমগ্নিমিধ্বং বহব সনিজঃ, দধিক্রামগ্নি মুষসঞ্চ দেবীমিন্দ্রা বতোঽবদোনি হুয়েব ॥

ঘৃত— ওঁ অগ্নিরশ্মি জন্মনা জাতবেদা ঘৃতং মেত চক্ষুরমৃতং ম আসন্ অর্কস্ত্রিধাতু বিমানো হুজশ্রো ঘর্ম্মো হবিরশ্মিনাম্।

কুশোদক— ওঁ যোগে যোগে তবস্তরং বাজে বাজে হবামহে। সখায় ইন্দ্রমূতয়ে। একীকরণ— গায়ত্রী পাঠ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ— স্কন্দ পুরাণে উল্লেখ আছে, পঞ্চনদী ও নদের জলের পরিবর্ত্তে পঞ্চগব্য। গোমূত্র, গোময়, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, ইহারা পঞ্চ নদ-নদী। যথা— গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, নর্ম্মদা ও কাবেরী এই পঞ্চ নদ-নদী।

অঙ্গন্যাস— ক্লাং হৃদয়ায় নমঃ, ক্লীং শিরসে নমঃ, ক্লূং শিখায়ৈ নমঃ, ক্লৈং কবচায় নমঃ, ক্লৌং নেত্রাভ্যাং নমঃ, ক্লঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ ॥

করন্যাস— ক্লাং অঙ্গুষ্ঠাংভ্যাং নমঃ, ক্লীং তর্জ্জনীভ্যাং নমঃ, ক্লূং মধ্যমাভ্যাং নমঃ, ক্লৈং অনামিকাভ্যাং নমঃ, ক্লৌং কণিষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ক্লঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ ॥

ঋষ্যাদিন্যাস -- মস্তকে— নারদ ঋষয়ে নমঃ, মুখে— গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদয়ে— শ্রীন[illegible]দায় নমঃ, দক্ষিণস্তনে— ক্লীং বীজায় নমঃ, বামাস্তনে— স্বাহাঃ শক্তয়ে নমঃ, বক্ষে— দুর্গায়ৈ মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রৈ দেবতায়ৈ নমঃ, সর্ব্বগাত্রে— সর্ব্বদেবতায়ৈ নমঃ।

সামান্যার্ঘ্য— সম্মুখের ভূমিতে একটি বৃত্ত অঙ্কিত করিয়া তন্মধ্যে চতুষ্কোণ, তন্মধ্যে ত্রিকোণ অঙ্কিত করিবেন, তদুপরি এতে গন্ধপুষ্পে আধারশক্তয়ে নমঃ, এইক্রমে— কূর্ম্মায় নমঃ, অনন্তায় নমঃ, পৃথিব্যৈ নমঃ, মন্ত্রে পূজা করিবেন। পরে ফট্ মন্ত্রে অর্ঘ্যপাত্র প্রক্ষালন করিয়া তদুপরি স্থাপন করতঃ মূলমন্ত্র দ্বারা জলপূর্ণ করিবেন। অনন্তর অর্ঘ্য পাত্রের

অগ্রভাগে পুষ্প, তুলসী, দূর্ব্বাক্ষত দিয়া অঙ্কুশ মুদ্রায় ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরী সরস্বতী। নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরী জলেঽস্মিন সন্নিধিং কুরু ॥ মন্ত্রে সূর্য্যমন্ডল হইতে তীর্থ আবাহন করিয়া ধেনুমুদ্রা ও চক্রমুদ্রায় রক্ষণ করিয়া মূলমন্ত্র আটবার জপ করিবেন। পরে অর্ঘ্য পাত্রের জল নিজ মস্তকে ও পূজার দ্রব্যে ছিটাইয়া দিবেন।

সংক্ষেপ অর্চ্চনা— এতে গন্ধপুষ্পে দেবতাগণেভ্যোঃ নমঃ, শ্রীকৃষ্ণ পার্ষদেভ্যো নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে গরুড়ায় নমঃ মন্ত্রে পূজা করিবেন।

মাতৃকান্যাস— অস্য মাতৃকামন্ত্রস্য ব্রহ্মঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো মাতৃকা দেবতা হলো বীজানি স্বরা শক্তয়ো মাতৃকান্যাসে বিনিয়োগঃ। শিরসি-ওঁ ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ, মুখে-ওঁ গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি-মাতৃকা সরস্বত্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ, গুহ্যে-ওঁ হলেভ্যো বীজেভ্যো নমঃ, পাদয়ো-ওঁ স্বরেভ্যো শক্তিভ্যো নমঃ, সর্ব্বাঙ্গে-ওঁ ক্লীং কীলকায় নমঃ।

বিশেষার্ঘ্য স্থাপন— পূজক নিজের বামদিকে চতুষ্কোণ মন্ডল মধ্যে একটি বৃত্ত এবং তাহার মধ্যে ত্রিকোণ মন্ডল করিয়া তদুপরি এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধার শক্তয়ে নমঃ, ওঁ কুর্ম্মায় নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ। তৎপরে উহার উপর ত্রিপদিকা রাখিয়া হূং ফট্ বলিয়া শঙ্খ ধুইয়া তাহাতে জল দিয়া ওঁ মং বহ্নিমন্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ, ওঁ অং অর্কমন্ডলায় দ্বাদশ কলাত্মনে নমঃ, ওঁ উং সোমমন্ডলায় ষোড়শ কলাত্মনে নমঃ, এই মন্ত্রে জলে পূজা করিবেন। তারপর মূলমন্ত্রে গন্ধপুষ্প দূর্ব্বা আতপ তন্ডুল দিয়া অর্ঘ্য সাজাইয়া ধেনুমুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ এবং মৎস্যমুদ্রা দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরী সরস্বতী। নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরী জলেঽস্মিন সন্নিধিং কুরু ॥" তারপর আটবার মূলমন্ত্র জপ করতঃ স্বীয় হৃদয় হইতে দেবতাকে জলে আবাহন করতঃ "হূং" মন্ত্রে অবগুণ্ঠন মুদ্রা দেখাইবে। তারপর প্রেক্ষণী জল চতুর্দ্দিকে ছিটাইয়া দিবেন।

অন্তর্মাতৃকান্যাস— ওঁ আধারে লিঙ্গ নাভৌ হৃদয় সরসিজে তালুমূলে-ললাটে, দ্বৈপত্রে ষোড়শাব্জে দশদলে দ্বাদশার্দ্ধে চতুষ্কে, বাসান্তে বালমধ্যে ড, ফ, ক, ট, সহিতে কণ্ঠদেশে স্বরানাং, হঃ ক্ষঃ তত্ত্বার্থ যুক্ত সকল দলগত বর্ণরূপং নমামি, ওঁ অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ঌং ৡং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ ইতি কণ্ঠে ওঁ কং খং গং ঘং ঙং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং ইতি হৃদয়ে, ওঁ ডং ঢং ণং তং থং দং ধং নং পং ফং

ইতি নাভৌ, ওঁ বং ভং মং যং রং লং ইতি লিঙ্গমূলে, ওঁ বং শং যং সং
ইতি মূলাধারে, ওঁ হং ক্ষং ইতি ভ্রূমধ্যে। পঞ্চাশল্লিপিভির্বিভক্তমুখদোঃ
বাহ্যমাতৃকান্যাস — ওঁ শকলামাপিনতুঙ্গস্তনীম্ ॥
পন্মধ্যবক্ষস্থলাম্। ভাস্বন্মৌলিনিবদ্ধচন্দ্র হস্তাম্বুজৈর্বিভ্রানাং
মুদ্রামক্ষগুণং সুধাঢ্যকলসং বিদ্যাঞ্চ
বিশদপ্রভাং ত্রিনয়নাং বাগদেবতামাশ্রয়ে। অং নমঃ ললাটে, আং নমঃ মুখে, ইং ঈং নমঃ চক্ষুয়োঃ, উং ঊং নমঃ কর্ণয়োঃ, ঋং ঋৃং নমঃ নাসিকা, ঌং ৡং নমঃ গন্ডয়োঃ, এং নমঃ ওষ্ঠে, ঐং নমঃ অধরে, ওং নমঃ উর্দ্ধদন্তে, ঔং নমঃ অধোদন্তে, অং নমঃ মস্তকে, আঃ নমঃ মুখে, কং নমঃ দক্ষ বাহুমূলে, খং নমঃ কূর্পরে, গং নমঃ মণিবন্ধে, ঘং নমঃ অঙ্গুলিমূলে, ঙং নমঃ অঙ্গুল্যাগ্রে, চং নমঃ বাম বাহুমূলে, ছং নমঃ কূর্পরে, জং নমঃ মণিবন্ধে, ঝং নমঃ অঙ্গুলিমূলে, ঞং নমঃ অঙ্গুল্যাগ্রে, টং নমঃ দক্ষিণোরুমূলে, ঠং নমঃ জানুনি, ডং নমঃ গুলফে, ঢং নমঃ অঙ্গুলিমূলে, ণং নমঃ অঙ্গুল্যাগ্রে, পং নমঃ দক্ষিণপার্শ্বে, ফং নমঃ বামপার্শ্বে, বং নমঃ পৃষ্ঠে, ভং নমঃ নাভৌ, মং নমঃ উদরে, যং নমঃ হৃদি, রং নমঃ দক্ষস্কন্ধে, লং নমঃ ককুদি, বং নমঃ বামস্কন্ধে, শং নমঃ দক্ষিণ হস্তে, ষং নমঃ বামহস্তে, সং নমঃ দক্ষিণপাদে, হং নমঃ বামপাদে লং নমঃ উদরে, ক্ষং নমঃ মুখে।

পীঠন্যাস — (আদিতে ওঁ এবং অন্তে নমঃ যোগে) একটি পুষ্প লইয়া হৃদয়ে ওঁ আধার শক্তয়ে নমঃ, ওঁ কুর্ম্মায় নমঃ, ওঁ প্রকৃত্যৈ নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ, ওঁ ক্ষীরসমুদ্রায় নমঃ, ওঁ শ্বেতদ্বীপায় নমঃ, ওঁ মণিমন্ডপায় নমঃ, ওঁ কল্পবৃক্ষায় নমঃ, ওঁ মণিবেদিকায়ৈ নমঃ, ওঁ রত্ন সিংহাসনায় নমঃ। দক্ষিণস্কন্ধে ওঁ ধর্ম্মায় নমঃ, বামস্কন্ধে ওঁ জ্ঞানায় নমঃ, উরুদ্বয়ে ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ, ওঁ ঐশ্বর্য্যায় নমঃ, মুখে ওঁ অধর্ম্মায় নমঃ, বামপার্শ্বে ওঁ অজ্ঞানায় নমঃ, নাভৌ ওঁ অবৈরাগ্যায় নমঃ, দক্ষিণপার্শ্বে ওঁ অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ। পুনঃ হৃদি ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পদ্মায় নমঃ, অং অর্ক-মন্ডলায় দ্বাদশ কলাত্মনে নমঃ, উং সোমমন্ডলায় ষোড়শ কলাত্মনে নমঃ, মং বহ্নিমন্ডলায় দশ কলাত্মনে নমঃ, ওঁ সং সত্ত্বায় নমঃ, ওঁ রং রজসে নমঃ, ওঁ তং তমসে নমঃ, ওঁ আং আত্মনে নমঃ, ওঁ অং অন্তরাত্মনে নমঃ, ওঁ পং পরমাত্মনে নমঃ, ওঁ হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ ॥

সংহার মাতৃকান্যাস— ওঁ অক্ষস্রজং হরিণপোত মুদগ্রটঙ্কং, বিদ্যাং করৈরবিরতং দধতীং ত্রিনেত্রাম্ । অর্দ্ধেন্দুমৌলিমরুণামরবিন্দবাসাং, বর্ণেশ্বরীং প্রণমত স্তনভার নম্রাম্ ॥ ক্ষং নমঃ হৃদয়াদি মুখে, লং নমঃ হৃদয়াদি জঠরে, হং নমঃ হৃদয়াদি বামপাদাগ্রে, সং নমঃ হৃদয়াদি দক্ষিণপাদাগ্রে, ষং নমঃ হৃদয়াদি বামকরাগ্রে, শং নমঃ হৃদয়াদি দক্ষিণকরাগ্রে, বং নমঃ বামস্কন্ধে, লং নমঃ ককুদি, রং নমঃ দক্ষিণস্কন্ধে, যং নমঃ হৃদি, মং নমঃ উদরে, ভং নমঃ নাভৌ, বং নমঃ পৃষ্ঠে, ফং নমঃ বামপার্শ্বে, পং নমঃ দক্ষিণপার্শ্বে, নং নমঃ বাম পাদাঙ্গুল্যগ্রে, ধং নমঃ অঙ্গুলিমূলে, দং নমঃ গুলফে, থং নমঃ জানুনি, তং নমঃ বাম পাদমূলে, ণং নমঃ দক্ষিশ পাদাঙ্গুল্যগ্রে, ঢং নমঃ অঙ্গুলিমূলে, ডং নমঃ গুলফে, ঠং নমঃ জানুনি, টং নমঃ দক্ষিশ পাদমূলে, ঞং নমঃ বাম করাঙ্গুল্যগ্রে, ঝং নমঃ অঙ্গুলি মূলে, জং নমঃ বাম মণিবন্ধে, ছং নমঃ কূর্পরে, চং নমঃ বাম বাহুমূলে, ঙং নমঃ দক্ষিণ করাঙ্গুল্যগ্রে, ঘং নমঃ অঙ্গুলিমূলে, গং নমঃ দক্ষ মণিবন্ধে, খং নমঃ কূর্পরে, কং নমঃ দক্ষ বাহুমূলে, অং নমঃ মুখে, আং নমঃ মস্তকে, ঔং নমঃ অধ দন্তপঙ্‌ক্তৌ, ওং নমঃ উর্দ্ধ দন্তপঙ্‌ক্তৌ, ঐং নমঃ অধরে, এং নমঃ ওষ্ঠে, ৡং নমঃ বামগণ্ডে, ঌং নমঃ দক্ষিশগণ্ডে, ৠং নমঃ বাম নাসাপুটে, ঋং নমঃ দক্ষিশ নাসাপুটে, ঊং নমঃ বামকর্ণে, উং নমঃ দক্ষিণকর্ণে, ঈং নমঃ বামনেত্রে, ইং নমঃ দক্ষিণনেত্রে, আং নমঃ মুখবৃত্তে, অং নমঃ ললাটে ॥

বিশেষ দ্রষ্টব্য—বৈষ্ণবাচার্য্য প্রবর শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ ভাগবৎ সন্দর্ভ গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণ পূজা পদ্ধতিতে দুর্গা পূজারও ব্যবস্থা দিয়াছেন। সেজন্য কাহারও ভ্রান্তি অথবা সন্দেহ হইতে পারে সেই কারণে "যঃ কৃষ্ণ এব সাঃ দুর্গা স্যাৎ, যা দুর্গা সঃ এব কৃষ্ণ," এই গৌতমীয় তন্ত্রের বচনে চিৎ-শক্তিরূপা দুর্গা এবং সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব অভেদ করিয়াছেন। যাঁহারা শাস্ত্রীয় বিধিমতে কৃষ্ণমন্ত্র জপ করেন, তাঁহাদের কৃষ্ণমন্ত্র অধিষ্ঠাত্রী দেবী দুর্গার স্মরণ ও মন্ত্র জপ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। আর যাঁহারা বৈষ্ণবশাস্ত্রীয় পদ্ধতি না জানিয়া বাহ্যিক প্রেমে আত্মহারা হন, তাঁহাদের কোন পূজা বা জপ সিদ্ধ হয় না।

পীঠপূজা— পঞ্চগুঁড়ি দ্বারা অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করিয়া তাহাতে—

ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মন্ডলায় নমঃ, মন্ত্রে পূজা করিয়া উক্ত মণ্ডলে পীঠ দেবতাগণের আবাহন করিবে। ওঁ পীঠদেবতা ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত, ইহতিষ্ঠত ইহতিষ্ঠত, ইহসন্নিধহ, ইহসন্নিরুধ্যধবম্ অত্রাধিষ্ঠানং কুরুত, মম পূজাং গৃহ্নীত। পরে পীঠমধ্যে পূজা-এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ, এইক্রমে কুর্ম্মায়, অনন্তায়, পৃথিব্যৈ, ক্ষীরসমুদ্রায়, শ্বেতদ্বীপায়, মণিমন্ডপায়, কল্পবৃক্ষায়, মণিবেদিকায়ৈ, রত্নসিংহাসনায় নমঃ বলিয়া পূজা করিবেন।

মাষভক্ত বলি— একটি পাত্রে আতপ চাউল, মাষকলাই, ফল, মিষ্টান্ন দিয়া এতে গন্ধপুষ্পে ভূতাদিভ্যোঃ নমঃ, এই মন্ত্রে মাসভক্ত বলি নিবেদন করিয়া, ওঁ ভূতা-প্রেতা-পিশাচাশ্চ যে বসন্ত্যত্র ভূতলে, তে গৃহ্নন্ত ময়া দত্তো বলিরেষ প্রসাধিতঃ। পূজিতা গন্ধপুষ্পাদৌর্বলিভিঃস্তর্পিতাস্তথা। দেশাদস্মাৎ বিনিঃসৃত্য পূজাং পশ্যন্ত মৎকৃতাম্ ॥ এই মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে শ্বেত-সর্ষপ গ্রহণ করিয়া – ওঁ বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ সরিসৃপা, অপসর্পন্তু তে সর্ব্বে নারসিংহেন তাড়িতা। ওঁ বিনায়কা বিঘ্নকরা যজ্ঞোদ্বিষো মহোগ্রা যে পিশিতাসনাশ্চ যে সিদ্ধার্থকে বজ্র সমানা কল্পে নিরস্তা বিদিশা প্রয়ান্তু। এই মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে দশদিকে সর্ষপ ছড়াইয়া দিয়া উর্দ্ধদিকে তুড়ি দিবেন ও ভূমিতে বামপদের গোড়ালির আঘাত করিবেন।

পরে পীঠমন্ডলের দশদিকে, অগ্নিকোণে— ওঁ ধর্ম্মায় নমঃ, নৈর্ঋতে– ওঁ জ্ঞানায় নমঃ, বায়ুকোণে– ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ, ঈশানকোণে– ওঁ ঐশ্বর্য্যায় নমঃ, পূর্ব্বে– ওঁ অধর্ম্মায় নমঃ, দক্ষিণে – ওঁ অজ্ঞানায় নমঃ, পশ্চিমে – ওঁ অবৈরাগ্যায় নমঃ, উত্তরে – ওঁ অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ, মধ্যে – ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পদ্মায় নমঃ, ওঁ অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশ কলাত্মনে নমঃ, ওঁ উং সোম-মন্ডলায় ষোড়শ কলাত্মনে নমঃ, ওঁ মং বহ্নিমণ্ডলায় দশ কলাত্মনে নমঃ, ওঁ সং সত্ত্বায় নমঃ, ওঁ রং রজসে নমঃ, ওঁ তং তমসে নমঃ, ওঁ আং আত্মনে নমঃ, ওঁ অং অন্তরাত্মনে নমঃ, ওঁ পং পরমাত্মনে নমঃ, ওঁ হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ ॥

পূর্ব্বদিকে অষ্টকেশরে— আং প্রভায়ৈ নমঃ, ঈং মায়ায়ৈ নমঃ, ঊং জয়ায়ৈ নমঃ, এং সূক্ষ্মায়ৈ নমঃ, ঐং বিশুদ্ধায়ৈ নমঃ, ওং নন্দিন্যৈ নমঃ, ঔং সুপ্রভায়ৈ নমঃ, মধ্যে—'অঃ সর্ব্বসিদ্ধিদায়ৈ নমঃ ।

ঘটস্থাপন (সামবেদীয়)— ভূমিতে হাত দিয়া পাঠ করিবেন— ওঁ মহী ত্রীণামবরস্তুদ্যুক্ষ্যং মিত্রস্যার্য্য মণঃ দুরাধর্ষং বরুণস্য। ধান্য— ওঁ ধানাবন্তং করম্ভিনমপুপবন্ত মুকথিনম্। ইন্দ্র প্রাতর্জ্জুষস্ব নঃ। ঘট— ওঁ আবিশন্ কলসং সুতো বিশ্বাঅর্যন্নভিশ্রিয়ঃ ইন্দুরিন্দ্রায় ধায়তঃ। জল— ওঁ আ নো মিত্রা বরুণা ঘৃতৈর্গব্যুতি মুক্ষতম্, মধ্যা রজাংসি সুক্রতু। পল্লব— ওঁ অয়মুর্জ্জাবতোবৃক্ষ উর্জ্জীব ফলিনী ভব। পণং বনস্পতে নুত্ত্বা নুত্ত্বা চ শ্রুয়তাং রয়িঃ। ফল— ওঁ ইন্দ্র নরো নেমধিতাহ্বন্তে, যৎ পার্য্যাযুনজতে ধিয়তাঃ শূরো নৃষাতা শ্রবসশ্চ কাম, আগোমতি ব্রজে ভজা ত্বং নঃ। বস্ত্র— ওঁ যুবা সুবাসাঃ পরিবীত আগাৎ স উ, শ্রেয়াণ ভবতি জায়মানঃ, তং ধীবাসঃ কবয়ঃ উন্নয়ন্তি স্বাধ্যো মনসা দেবয়ন্তঃ॥ সিন্দুর— ওঁ সিন্ধোরুচ্ছ্বাসে পতয়ন্ত মুক্ষণং হিরণ্যপাবা পশুমপ্সু গৃভনতে ॥ পুষ্প— ওঁ শ্রীরসি ময়ী রমস্য ॥ স্থিরীকরণ— ওঁ ত্বাবতঃ পুরুবসো, বয়মিন্দ্র প্রণেতঃ। স্মসিস্থাতর্হরীনাম্। কৃতাঞ্জলি হইয়া পাঠ্য— ওঁ সর্ব্বতীর্থোদ্ভবং বারি সর্ব্বদেবসমন্বিতম্। ইমং ঘটং সমারুহ্য তিষ্ঠ দেবগণৈঃ সহ ॥

যজুর্ব্বেদি— ভূমি— ওঁ ভূয়সি ভূমিরস্যদিতিরসি বিশ্বধায়া বিশ্বস্য ভূবনস্যধর্ত্রী, পৃথিবীং যচ্ছ পৃথিবীং দৃগুংহ পৃথিবীং মা হিগুংসিঃ॥ ধান্য— ওঁ ধান্যমসি ধিনুহি দেবান্ ধিনুহি যজ্ঞং ধিনুহি যজ্ঞপতিম্ । ধিনুহি মাং যজ্ঞন্যম্ ॥ কলস— ওঁ আজিঘ্র কলসং মহ্যা ত্বা বিশন্তিন্দবঃ। পুনরূর্জ্জা নিবর্ত্তস্ব, সা নঃ সহস্রং ধৃক্ষোরু ধারা পয়স্বতী পুনর্ম্মা বিশতাদ্রয়িঃ॥ জল— ওঁ বরুণস্যোত্তম্ভন মসি, বরুণস্য স্কম্ভসর্জ্জনি স্থঃ। বরুণস্য ঋতসদনন্যসি, বরুণস্য ঋত সদনমসি, বরুণস্য ঋত সদনমাসীদ ॥ পল্লব— ওঁ ধন্বনাগা ধন্বনাজিম্ জয়েম, ধন্বনা তীব্রাঃ সমদো জয়েম। ধনুঃ শত্রোরপকামঃ কৃণোতি। ধন্বনা সর্ব্বাঃ প্রদিশো জয়েম ॥ ফল— ওঁ যা ফলিনীর্যা অফলা অপুষ্পা যাশ্চ পুষ্পিণীঃ। বৃহস্পতি প্রসুতাস্তা নো মুঞ্চন্তং হসঃ ॥ বস্ত্র— ওঁ যুবা সুবাসা পরিবীত আগাৎ স উ শ্রেয়াণ, ভবতি জায়মানঃ। তং ধীবাস কবয় উন্নয়ন্তি স্বাধ্যেব্যা মনসা দেবয়ন্ত ॥ সিন্দুর— ওঁ সিন্ধোরিব প্রাধ্বনেশূঘনাসো বাত প্রমিয়ঃ পতয়ন্তি যহ্বাঃ। ঘৃতস্য ধারা অরুষো ন বাজি কাষ্ঠা ভিন্দন্নূর্ম্মিভিঃ পিন্বমানঃ ॥ পুষ্প— ওঁ শ্রীশ্চতে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যা

অহোরাত্রে পার্শ্বে নক্ষত্রাণি রূপমশ্বিনৌ ব্যাত্তম্। ইষ্ণন্নিষাণা মুস্মইষাণ সর্ব্বলোক স্মইষাণ ॥ স্থিরীকরণ — ওঁ স্থিরোভব বিড়ঙ্গ আশুর্ভব বাজ্যর্ব্বণ। পৃথুর্ভব সুষদস্ত্বমগ্নেঃ পুরীষবাহনঃ ॥ কৃতাঞ্জলি হইয়া পাঠ্য— ওঁ সর্ব্বতীর্থোদ্ভবং বারি সর্ব্বদেবসমন্বিতম্ ইমং ঘটং সমারূহ্য তিষ্ঠ দেবগণৈঃ সহ ॥

ঋগ্বেদি— ভূমি — ওঁ উর্ব্বী সদ্মনি বৃহতী ঋতেন হুবে দেবনামবসা জনিত্রী দধাতে যে অমৃতং সুপ্রতীকে, দ্যাবা রক্ষতং পৃথিবীনো অভ্বাৎ ॥ ধান্য— ওঁ ধানাবন্তং করম্ভিণমপুপবন্ত মূকথিনম্। ইন্দ্রপ্রাতর্জ্জুষা স্বনঃ ॥ কলস— ওঁ এতানি ভদ্রা কলস ক্রিয়াম্। কুরু শ্রবণ দদাতো মঘানি, দানইদ্ বো মঘবানঃ সোহস্তয়ঞ্চ সোমো হৃদিযং বিভর্ম্মি ॥ জল— ওঁ বরুণস্যোত্তম্ভনমসি, বরুণস্য স্কম্ভসর্জ্জনী স্থঃ। বরুণস্য ঋত সদন্যসি, বরুণস্য ঋত সদনমসি, বরুণস্য ঋত সদনমাসীদ ॥ পল্লব— ওঁ ধন্বনাগা ধন্বনাজিং জয়েম, ধন্বনা তীব্রাঃ সমদো জয়েম। ধনুঃ শত্রোরপকামং কৃণোতি, ধন্বনা তীব্রাঃ সমদো জয়েমঃ ॥ ফল— ওঁ যা ফলিনীর্য্যা অফলা অপুষ্পা যাশ্চ পুষ্পিনী। বৃহস্পতি প্রসুতাস্তা নো মুঞ্চন্তং হসঃ ॥ বস্ত্র— ওঁ যুবা সুবাসা পরিবীত আগাৎ স উ শ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ। তং ধীবাস কবয় উন্নয়ন্তি স্বাধ্যো মনসা দেবয়ন্ত ॥ সিন্দুর— ওঁ সিন্ধোরিব প্রাধ্বনে সূঘনাসো বাত প্রমিয়ঃ পতয়ন্তি যহ্বা, ঘৃতস্য ধারা অরুষো ন বাজী কাষ্ঠা ভিন্দন্নর্ম্মিভিঃ পিন্বমানঃ ॥ পুষ্প— ওঁ শ্রীশ্চতে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যা অহোরাত্রে পার্শ্বে নক্ষত্রাণি রূপমশ্বিনৌ ব্যাত্তম্। ইষ্ণন্নিষাণা মুস্মইষাণ সর্ব্বলোক-স্মইষাণ ॥ স্থিরীকরণ— ওঁ স্থিরো ভব বীড়ঙ্গ আশুর্ভব বাজ্যর্ব্বন্। পৃথুর্ভব সুষদস্ত্বমগ্নেঃ পুরীষবাহনঃ ॥ কৃতাঞ্জলি হইয়া পাঠ্য— ও সর্ব্বতীর্থোদ্ভবং বারি সর্ব্বদেবসমন্বিতম। ইমং ঘটং সমারূহ্য তিষ্ঠ দেবগণৈঃ সহ ॥

অধিবাস মন্ত্র— (প্রশস্তি পাত্র বন্দন)— মহী, গন্ধ, শীলা, ধান্য, দূর্ব্বা, পুষ্প, ফলং, দধি, ঘৃত, স্বস্তিক, সিন্দুর, শঙ্খ, কজ্জল, রোচনা, সিদ্ধার্থং, কাঞ্চন, রৌপ্যং , তাম্রশ্চামর, দর্পণৌ, দীপ, প্রশস্তি পাত্রঞ্চ, বন্দনীয়ং শুভক্ষণে ॥ অধিবাসের দ্রব্যগুলি ঘটে ও নারায়ণ শিলায় অগ্রে স্পর্শ করাইয়া, পরে মাটিতে স্পর্শ করাইয়া যদি রাধা গোবিন্দের মূর্ত্তি থাকে, তাহাদের কপালে স্পর্শ করাইয়া প্রশস্তি পাত্রে রাখিবেন।

যেমন— মহী (মৃত্তিকা)— ওঁ অনয়া মহ্যা অস্য নারায়ণ সহিতে শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ যুবাভ্যাম্ শুভ গন্ধাধিবাসন মস্তু। এইরূপ প্রত্যেকটি দ্রব্য লইয় অধিবাস করিবেন। এইরূপ সর্ব্বত্র।

অতঃপর যদি বেদীতে শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণের নূতন মূর্ত্তি বসান হয়, তাহা হইলে তাহাদের প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও চক্ষুদান করিতে হইবে।

চক্ষুর্দ্দান— ঘৃতদ্বারা বিল্বপত্রে কাজল প্রস্তুত করিয়া বিল্বপত্রের বোঁটার দ্বারা কাজল লইয়া অগ্রে কৃষ্ণের দক্ষিণনেত্রে— ওঁ চিত্রং দেবানমুদ্‌গাদনিকং চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নে আ প্রা দ্যাবা পৃথিবী অন্তরীক্ষং সূর্য্য আত্মা জগতস্ত স্থূষশ্চ ॥ বামনেত্রে— ওঁ আপ্যায়স্য সমেতু তে বিশ্বতঃ সোমবৃষ্ণ্যম্ ভবা বাজস্য সঙ্গথে ॥

প্রাণপ্রতিষ্ঠা— দূর্ব্বা ও আতপ চাউল দেবতার হৃদয়ে ধরিয় নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে ঘণ্টাধ্বনি করিবেন। মন্ত্র যথা— ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হংসঃ অমুক দেবতায়াঃ প্রাণা ইহপ্রাণাঃ। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হংসঃ অমুক দেবতায়া জীব ইহস্থিতঃ। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হংসঃ অমুক দেবতায়াঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়ানি ইহস্থিতানি। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হংসঃ অমুক দেবতায়া বাঙ্মনশ্চক্ষুস্তক শ্রোত্রঘ্রাণ প্রাণা ইহগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহাঃ। ওঁ মনোজুতি র্জুষতা মাজ্যস্য বৃহস্পতির্যজ্ঞমিমং তনোতু অরিষ্টং যজ্ঞং সমিমং দধাতু বিশ্বে দেবাস ইহ মাদয়ন্তা মোম প্রতিষ্ঠ, অস্মৈ প্রাণা প্রতিষ্ঠন্তু অস্মৈ প্রাণা ক্ষরন্তু চ, অস্মৈ দেবত্ব সংখ্যায়ৈ স্বাহা ॥ পুরুষ দেবতা হইলে— "অস্যৈ" স্থলে "অস্মৈ" আর স্ত্রী দেবীকে "অস্যৈ" বলিবেন।

এইবার যজ্ঞোপবীত দান— প্রথমে আবাহন, তারপর আরাত্রিক করিবেন। আবাহন— গণেশ, সূর্য্য, বায়ু, আকাশ ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে ব্যাহৃতি দ্বারা আবাহন করিবেন।

ওঁ ভূর্ভূব স্বঃ অমুক দেবতা (আবাহনী মুদ্রাদ্বারা) ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, (স্থাপনী মুদ্রাদ্বারা) ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, (সন্নিধাপনী মুদ্রাদ্বারা) ইহসন্নিধেহি, (সংরোধিনী মুদ্রাদ্বারা) ইহ সন্নিরূদ্ধস্য, (সম্মুখী মুদ্রাদ্বারা) অত্রাধিষ্ঠানং কুরু। কৃতাঞ্জলি পুটে— মম পূজাং গৃহান্।

স্বস্তিবাচনম্— সায়ংকালে নিত্যকর্ম্ম সায়ংসন্ধ্যা সম্পন্ন করিয়া স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক সঙ্কল্প করিবেন। —ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ গণেশাদি নানাদেবতা পূজাপূর্ব্বক শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ রাসপূজা প্রতিষ্ঠাকর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহং।

ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিণ্ গণেশাদি নানা দেবতা পূজাপূর্ব্বক শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ রাসপূজা প্রতিষ্ঠাকর্ম্মণি ওঁ স্বস্তি ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তি ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তি ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তিঃ,ওঁ স্বস্তিঃ, ওঁ স্বস্তিঃ ॥

ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ গণেশাদি নানাদেবতা পূজাপূর্ব্বক শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ রাসপূজা প্রতিষ্ঠাকর্ম্মণি ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু, ওঁ ঋধ্যতাম্, ওঁ ঋধ্যতাম্, ওঁ ঋধ্যতাম্।

স্বস্তিসূক্ত পাঠ্য— ওঁ স্বস্তি নঃ ইন্দ্র বৃদ্ধশ্রবা স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদা স্বস্তি নঃ স্তার্ক্ষো অরিষ্টনেমি স্বস্তিঃ নো বৃহস্পতির্দধাতু, ওঁ স্বস্তিঃ, ওঁ স্বস্তিঃ, ওঁ স্বস্তিঃ ॥

সঙ্কল্প— বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ অদ্য অমুকে মাসি, অমুক রাশিস্থে ভাস্করে, অমুকেপক্ষে, অমুকতিথৌ, অমুকগোত্রঃ, শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা, সদারাপত্য শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ গণপত্যাদি নানাদেবতা পূজাপূর্ব্বক শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ রাসপূজা প্রতিষ্ঠাকর্ম্মাহং করিষ্যে (পরার্থে— করিষ্যামি) ॥

সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ— (সাম)— ওঁ সোমং রাজানং বরুণমগ্নিমন্নারভামহে আদিত্যং বিষ্ণুং সূর্য্যং ব্রহ্মাণঞ্চ বৃহস্পতিম্। ওঁ স্বস্তিঃ ওঁ স্বস্তিঃ ওঁ স্বস্তিঃ ॥

(যজু)— ওঁ যজ্জাগ্রতো দূরমুদৈতি দৈবং তদুসুপ্তস্য তথৈবৈতি দূরঙ্গমম্ জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তঃ। ওঁ স্বস্তিঃ ওঁ স্বস্তিঃ ওঁ স্বস্তিঃ ॥

(ঋক)— ওঁ স্বস্তি নো মিমীতামশ্বিনা ভগঃ স্বস্তি দেব্যদিতিরণর্ব্বনঃ। স্বস্তি পূষা অসুরো দধাতু নঃ স্বস্তি দ্যাবাপৃথিবী সুচেতনা, ওঁ স্বস্তয়ে বায়ু

মুপব্রুবামহে, সোমং স্বস্তি ভুবনস্যযস্পতিঃ, বৃহস্পতিঃ সর্ব্বগণং স্বস্তয়ে, স্বস্তয় আদিত্যাসোভবন্তু নঃ, ওঁ বিশ্বে দেবাস নো অদ্যা স্বস্তয়ে, বৈশ্বানরো বসুরগ্নি স্বস্তয়ে দেবা অবন্তুভবঃ স্বস্তয়ে, স্বস্তিনো রুদ্রঃ পাত্বং হসঃ ॥ ওঁ স্বস্তিঃ মিত্রা বরণা, স্বস্তি পথ্যে রেবতী, স্বস্তি ন ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ, স্বস্তি নো আদিতে কৃধি, ওঁ স্বস্তি পন্থামনুচরেম, সূর্য্য চন্দ্রা মসাবিব, পুনর্দ্দদতাঘ্নতা জানতা সঙ্গমে মহি। ওঁ স্বস্তয়নং তার্ক্ষ্যমরিষ্টনেমিং মহদ্ভূত বায়সং দেবতানাম্। অসুরঘ্নমিন্দ্রসখং সমৎসু। বৃহদ্যশোনাবমিবারুহেম। ওঁ অংহো মূচমাঙ্গিরসং গয়ঞ্চ স্বস্ত্যাত্রেয়ং মনসা চ তার্ক্ষ্যম্। প্রযত-পাণিঃ শরণং প্রপদ্যে, স্বস্তি সম্বাধে স্বভয়ং নো অস্তু। ওঁ স্বস্তিঃ, ওঁ স্বস্তিঃ, ওঁ স্বস্তিঃ ॥

ঋষ্যাদিন্যাস— "অস্য শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রস্য নারদঋষির্বিরাড়-গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীকৃষ্ণ দেবতা ক্লীং বীজং, স্বাহা শক্তিঃ সর্ব্বাভিষ্টসিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ।" শিরসি—ওঁ নারদ ঋষয়ে নমঃ, মুখে—ওঁ বিরাড় গায়ত্রী ছন্দসে নমঃ, হৃদি—ওঁ শ্রীকৃষ্ণ দেবতায়ৈ নমঃ, গুহ্যে – ওঁ ক্লীং বীজায় নমঃ, পাদদ্বয়ে – ওঁ স্বাহা শক্তয়ে নমঃ, সম্মুখে – ওঁ মন্ত্রাধিষ্ঠাত্র্যৈ দূর্গায়ৈ নমঃ ॥ অনন্তর ক্লীং এই বীজমন্ত্র দ্বারা ব্যাপকন্যাস করিয়া কূর্মমুদ্রায় পুষ্প লইয়া—

শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান— ওঁ স্মরেদ্ বৃন্দাবনে রম্যে মোহয়ন্তমনারতং। গোবিন্দং পুন্ডরীকাক্ষং গোপকন্যাঃ সহস্রশঃ ॥ আত্মনো বদনাম্ভোজে প্রেরিতাক্ষি মধুব্রতাঃ। পীড়িতা কামবাণেন চিরমাশ্লেষেণোৎসুকাঃ ॥ মুক্তাহারলসৎপীনতুঙ্গস্তনভারানতাঃ। স্রস্তধর্ম্মিল্লবসনা মদস্খলিত ভাষণাঃ ॥ দন্তপংক্তি প্রভোদ্ভাসি স্পন্দমানাধরাঞ্চিতাঃ। বিলোভয়ন্তি-র্বিবিধৈর্বিভ্রমৈর্ভাবগর্ব্বিতৈঃ ॥ ফুল্লেন্দীবরকান্তি মিন্দুবদনং বর্হাবতং সপ্রিয়ং। শ্রীবৎসাঙ্কমুদারকৌস্তুভধরং পীতাম্বরং সুন্দরম্ ॥ গোপীনাং নয়নোৎপলার্চ্চিততনুং গোগোপ সঙ্ঘাবৃতং। গোবিন্দ কমলবেণুবাদন পরং দিব্যাঙ্গভূষণং ভজে ॥ ধ্যান করিয়া পুষ্পটি নিজমস্তকে দিবেন ॥ পরে নয়ন মুদ্রিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব চিন্তা করিবেন। এতৎ পাদ্যং ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ, ইদমর্ঘ্যং ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ, ইদমাচমনীয়ম্ ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ, বীজমন্ত্রঃ– ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ ॥

২

শ্রীরাধার ধ্যান— ওঁ অমল কমলকান্তিং নীলবস্ত্রাং সুকেশীং। শশধরসমবক্ত্রাং খঞ্জানাক্ষিং মনোজ্ঞাম্ ॥ স্তনযুগ গজমুক্তাং দাম দীপ্তাং কিশোরীম্। ব্রজপতিসুত কান্তাং রাধিকামাশ্রয়েহম্ ॥ এতে গন্ধপুষ্পে রাং রাধিকায়ৈ নমঃ, এতৎ পাদ্যং ওঁ রাং রাধিকায়ৈ নমঃ, ইদমর্ঘ্যং ওঁ রাং রাধিকায়ৈ নমঃ, ইদমাচমনীয়ম্ ওঁ রাং রাধিকায়ৈ নমঃ ॥ বীজমন্ত্রঃ – ওঁ হ্রীং শ্রীং রাং রাধিকায়ৈ নমঃ ॥

যোগমায়ার ধ্যান— ওঁ তপ্তকাঞ্চনগৌরাঙ্গীং গোবিন্দ লীলাকারিনীম্। নানালঙ্কারভূষিতাম্ শুদ্ধপ্রেম প্রদায়িণীম্ ॥ আদ্যাশক্তিমহামায়ে পরমাপ্রকৃতিরূপিণীম্। সর্ব্বশক্তিধারিণ্যৈ সর্ব্বযোগ স্বরূপিণীম্ ॥ বৃন্দেত্বং যোগমায়াস্তু বৃন্দাবন বিলাসিণীম্। অভয়াবরদাঞ্চৈব ধ্যায়েৎ অম্বিকারূপিণীম্ ॥ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ যোগমায়ায়ৈ নমঃ, এতৎ পাদ্যং ওঁ যোগমায়ায়ৈ নমঃ, এষ অর্ঘ্যং ওঁ যোগমায়ায়ৈ নমঃ, এতৎ ধূপ-দীপং ওঁ যোগমায়ায়ৈ নমঃ, এতন্নৈবেদ্যং ওঁ যোগমায়ায়ৈ নমঃ, এতৎ পানীয় জলং ওঁ যোগমায়ায়ৈ নমঃ ॥

প্রণাম— ওঁ বিলাস নিলয়ং দেবীং পূর্ণানন্দবতীং সতীং।
পৌর্ণমাসীং যোগমায়াং নিত্যশক্তি নমাম্যহম্ ॥

অষ্টমূর্ত্তি পূজা— এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সর্ব্বায় ক্ষিতিমুর্ত্তয়ে নমঃ, এইরূপে ওঁ ভবায় জলমুর্ত্তয়ে নমঃ, ওঁ রুদ্রায় অগ্নিমুর্ত্তয়ে নমঃ, ওঁ উগ্রায় বায়ুমুর্ত্তয়ে নমঃ, ওঁ ভীমায় আকাশমুর্ত্তয়ে নমঃ, ওঁ পশুপতয়ে যজমানমুর্ত্তয়ে নমঃ, ওঁ মহাদেবায় সোমমুর্ত্তয়ে নমঃ, ওঁ ঈশানায় সূর্য্যমুর্ত্তয়ে নমঃ ॥

আবাহন— ওঁ আগচ্ছ পরমানন্দ সর্ব্বব্যাপি জগন্ময়, সান্নিধ্যং কুরু রাসার্থং গোপীভিঃ সহমন্ডলে ॥ ওঁ ক্লীং শ্রীকৃষ্ণ ভগবান শ্রীরাধায়াসহ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহী, ইহসন্নিরুদ্ধস্ব অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ্ ইত্যাদি পাঠ ও মুদ্রা প্রদর্শনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ-রাধার ষোড়শোপচারে পূজা করিবেন।

ষোড়শোপচার পূজা (আসন) – ওঁ বং এতস্যৈ রজতাসনায় নমঃ বলিয়া তিনবার অর্চ্চনা করিয়া এতৎ অধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নারায়ণায় নমঃ, এতৎ সম্প্রদানায় শ্রীরাধাকৃষ্ণায় নমঃ মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দিয়া—ওঁ

সর্ব্বান্তর্য্যামিনে দেব সর্ব্ববীজ ময়ং ততঃ। আত্মস্থায় পরং শুদ্ধমাসনং কল্পয়াম্যহম্। ইদং রজতাসনং ওঁ ক্লীং রাং রাধাকৃষ্ণ যুবাভ্যাম্ নমঃ। এইরূপ সর্ব্বত্র। **স্বাগতম্**—যস্য দর্শনমিচ্ছন্তি দেবা ব্রহ্মা হরাদয়। কৃপয়া দেবদেবেশ মদ্‌গৃহে সন্নিধিভব ॥ উদ্যতে পরমেশান স্বাগতং স্বাগতং ভবেৎ। কৃণার্থোঽনুগৃহীতোস্মি সফলং জিবীতন্ত মে। যদা গতোঽসি দেবেশ চিন্দানন্দ ময়াব্যয়। অজ্ঞানাদ্বা প্রমদাদ্বা বৈকল্যাৎ সাধনস্য মে। যদ পূর্ণং ভবেৎ কৃত্যং তথাব্যাপি সুখোভব। ওঁ শ্রীরাধাকৃষ্ণ ভগবান স্বাগতম্ সুস্বাগতম্ ॥ **পাদ্যম্**— ওঁ যদ্ভক্তিলেশ সম্পর্কাৎ পরমানন্দ সম্ভবং। তস্মৈ তে চরণাব্জায় পাদ্যশুদ্ধায় কল্পয়ে ॥ **অর্ঘ্যং**— ওঁ তাপত্রয় হরং দিব্যং পরমানন্দ লক্ষণম্। তাপত্রয় বিমোক্ষায় তবার্ঘ্যং কল্পয়াম্যহম্ ॥ পূর্ব্ব স্থাপিত বিশেষার্ঘ্য উৎসর্গ করিয়া দিয়া তদ্বারা আরত্রিক করিবেন ॥ **ইদমাচমনীয়ম্**— ওঁ দেবানামপি দেবায় দেবানাং দেবতাত্মনে। আচামং কল্পয়ামীশ সুধা সংশ্রুতি হেতবে ॥ **মধুপর্ক**— ওঁ সর্ব্বকল্মষ হীনায় পরিপূর্ণং সুধাত্মকম্। মধুপর্কমিমং দেব কল্পয়ামি প্রসীদমে ॥ একটা কাংস্য বাটিতে কিঞ্চিৎ দধি, ঘৃত, মধু নিবেদন করিবেন । **পুনরাচমণীয়ম্**— ওঁ উচ্ছিষ্টোঽঅশুচির্ব্বাপি যস্য স্মরণ মাত্রতঃ। শুদ্ধি মাপ্নোতি তস্মৈতে পুনরাচমণীয়কম্ ॥ **গন্ধ তৈলম্**— ওঁ স্নেহং গৃহাণ স্নেহেন লোকনাথ মহাশয়। সর্ব্বলোকেষু শুদ্ধাত্ম দদামি স্নেহমুত্তমম্ ইদং গন্ধতৈলম ॥ **স্নানীয়জলম্**— ওঁ পরমানন্দ বোধাব্ধিব নিমগ্ন নিজমূর্ত্তয়ে। সাঙ্গোপঙ্গমিদং স্নানং কল্পয়াম্যহমীষতে ॥ **বস্ত্রম্**— ওঁ মায়াচিত্র পটাচ্ছন্ন নিজগুহ্যরু তেজসে। নিরাবরণ বিজ্ঞান বাসস্তে কল্পয়াম্যহম্ ॥ **ইদমুত্তরীয়ম্**— ওঁ যমাশ্রিত্য মহামাহা জগৎসম্মোহিনী সদা। তস্মৈতে পরমেশায় কল্পয়া মিদমুত্তমম্ ॥ **যজ্ঞোপবীতম্**— ওঁ যস্য শক্তিত্রয়ে নেদং সম্প্রোতমখিলং জগৎ। যজ্ঞসূত্রায় তস্মৈতে যজ্ঞসূত্রং প্রকল্পয়ে ॥ **ইদমাভরণম্** — ওঁ স্বভাব সুন্দরাঙ্গীয় নানা শক্ত্যা শ্রেয়ায় তে। ভূষণানি বিচিত্রানি কল্পয়াস্যমরার্চিত ॥ **ইদমজলম্**— ওঁ সমস্ত দেবদেবেশ সর্ব্ব তৃপ্তিকরং পরম্। অখন্ডানন্দ সম্পূর্ণং গৃহাণ জলমুত্তমম্ ॥ **গন্ধং**— ওঁ পরমানন্দ সৌরভ্যং পরিপূর্ণং দিগন্তরম্। গৃহাণ পরমং গন্ধং কৃপয়া পরমেশ্বর ॥ **ইদং পুষ্পম্**— ওঁ তুরীয় বনসম্ভূতম্

নানাগুণ মনোহরম্। আনন্দ সৌরভং পুষ্পং গৃহ্যতামিদমুত্তমম্ ॥ এই সময়ে নানাবিধ পুষ্প ও মাল্যাদি দিয়া– ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা ॥ এতৎ সচন্দন তুলসীপত্রম্ এই মন্ত্রে তুলসী দিবেন। পুর্ব্ববৎ মন্ত্র পাঠ করিয়া ধূপাদি দিবেন। **এষ ধূপ–** ওঁ বনস্পতি-রসোৎপন্ন গন্ধাঢ্যো গন্ধ উত্তমঃ। আঘ্রেয় সর্ব্বদেবানাং ধূপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ **এষ দীপ–** ওঁ সুপ্রকাশো মহাদীপঃ সর্ব্বতঃ তিমিরাপহঃ। সবাহ্যাভ্যন্তর জ্যোতিদীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ **এতন্নৈবেদ্যং–** ওঁ সৎপাত্র শুদ্ধ সুহবি বিবিধানেকভক্ষণম্। নিবেদয়ামি দেবেশ সর্ব্বতৃপ্তি করং পরম্ ॥ **পানার্থজলম্–** ওঁ সমস্ত দেবদেবেশ সর্ব্বতৃপ্তি করং পরম্। অখন্ডানন্দ সম্পূর্ণং গৃহাণ জলমুত্তমম্ ॥ পরে পুনরায় আচমনীয় দানের মন্ত্র পাঠ করিয়া আচমনীয় জল দিবেন ॥ ওঁ দেবানামপি দেবায় দেবানাং দেবাত্মনে আচাম্যং কল্পয়ামীশ সুধা সংশ্রুতি হেতবে। ইদমাচমনীয়ম্ ॥ **তাম্বুল–** ওঁ তাপত্রয় হরং দিব্যং কর্পূরাদি সুবাসিতম্। ময়া নিবেদিতং দেবং তাম্বুল মিদমুত্তমম্ ॥ **পরে নিম্ন প্রকারে আবরণ পূজা করিবেন। যথা–** এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ রুক্মিণ্যৈ নমঃ। এইরূপে সমস্ত পূজা– লক্ষ্ম্যৈ, গোপেভ্যঃ, কালিন্দ্যৈ, চারুহাসিন্যৈ, দাম্নে, সুদাম্নে, বলভদ্রায়, সুভদ্রায়ৈ, উদ্ধবায়, অক্রুরায়, সঙ্কর্ষণায়, জনার্দ্দনায়, প্রদ্যুম্নায়, শান্তৈ, শ্রিয়ৈ, সরস্বত্যৈ, শঙ্খায়ৈ, চক্রায়ৈ, গদায়ৈ, পদ্মায়, কৌস্তুভায়, মুষলায়, হলায়, খড়্গায়ং, বনমালায়ৈ, পরে রাসমন্ডল মধ্যস্থ শ্রীরাধাকৃষ্ণের ও অষ্টসখির পুনঃ পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ করতঃ প্রার্থনা করিবেন। যথা– ওঁ অদ্য মে সফলং জন্ম জীবিতঞ্চ সুজিবীতম্, যত্ত্ব বাঙঘ্র্যম্বুজ দ্বন্দ্বে মুর্দ্ধা মে ভ্রমরায়তে ॥ **অষ্টসখির পূজা এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণের পূজা করিবেন।**

শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান– অতসী কুসুম প্রখ্যাং কৃষ্ণং কমললোচনং। শরৎ পার্ব্বণ চন্দ্রাস্যং ধৃত বাসং মনোহরম্ ॥ পীতবস্ত্র পরিধানং বনমালা বিরাজিতং। শ্রীবৎস কৌস্তুভোরস্কং সর্ব্বাভরণ ভূষিতম্ ॥ নির্গুণং নিখিলাধারং জগৎ বীজ সনাতনম্। সুনন্দাদ্যৈঃ পরিবৃতং বন্দে কৃষ্ণং জগৎপতিম্ ॥ **বীজ মন্ত্র ঃ–** ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমঃ ॥ পাদ্যং ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ ॥ ইদমর্ঘ্যং ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ ॥ এতে গন্ধপুষ্পে

ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ ॥ এতন্নৈবেদ্যং ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ ॥ ইদম্ পানীয়জলম্ ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ ॥ ইদম্ পুনরাচমণীয়ম্ ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ ॥ **প্রণাম**— হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধু দীনবন্ধু জগৎপতেঃ। গোপেশ গোপীকাকান্ত রাধাকান্ত নমোঽস্তুতে ॥

শ্রীরাধার ধ্যান— ওঁ তপ্ত স্বর্ণপ্রভাং রাধাং সর্ব্বালঙ্কার ভূষিতাম্। নীলবস্ত্র পরিধানাং ভজে বৃন্দাবনেশ্বরীম্ ॥ **বীজমন্ত্র ঃ**— ওঁ হ্রীং শ্রীং রাং রাধিকায়ৈ নমঃ ॥ এতৎ পাদ্যং ওঁ রাং রাধিকায়ৈ নমঃ ॥ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ রাং রাধিকায়ৈ নমঃ ॥ ইদমর্ঘ্যং ওঁ রাং রাধিকায়ৈ নমঃ ॥ এতন্নৈবেদ্যং ওঁ রাং রাধিকায়ৈ নমঃ ॥ইদম্ পানীয়জলম্ ওঁ রাং রাধিকায়ৈ নমঃ ॥ ইদম্ পুনরাচমণীয়ম্ ওঁ রাং রাধিকায়ৈ নমঃ ॥ প্রণাম – ওঁ নবীনাং হেম গৌরাঙ্গীং পূর্ণানন্দবতীং সতীম্। বৃষভাণুসূতাং দেবীং বন্দে রাধাং জগৎপ্রসূন ॥

প্রেষ্ঠা সখিগণের ধ্যান – ১। **ললিতা**– গোরচনা রূপ মনোহর কান্তি দেহাম্। তাম্বুল সেবিতাং ভক্তি নমামি ললিতাং সখি ॥ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ললিতায়ৈঃ নমঃ, এতৎ পাদ্যং ললিতায়ৈ নমঃ, এষ অর্ঘ্যং ললিতায়ৈ নমঃ, ইদমাচমনীয়ম্ ললিতায়ৈ নমঃ ॥ এইরূপ সর্ব্বত্র। ২। **বিশাখা**— নীলাম্বর পরিধানাং বিদ্যুৎপুঞ্জ সমপ্রভাং। নিকুঞ্জ কানন মধ্যে কর্পূরাদি সেবিতাম্ ॥ ৩। **চিত্রা**– গৌরী বর্ণপ্রভাং দেবীং শ্বেতরক্তাম্বরাবৃতাম্। বস্ত্র কেশ সেবা পরাং সুচিত্রায়ম্যহং ভজে ॥ ৪। **ইন্দুলেখা**— হরিতালোজ্জ্বল বর্ণাভাং রক্তাম্বর পরাং বরাং। ইন্দুলেখা সখিং বন্দে নানানৃত্য বিশারদাম্ ॥ ৫। **চম্পকলতা**– ফুল্লচম্পক বর্ণাভাং চাষপক্ষস্বরা বৃতাম্ । চামর সেবা করণাঞ্চ গম্ভীরা চম্পক লতিকাম্ ॥ ৬। **রঙ্গদেবী**– পদ্ম কিঞ্জল্ক বর্ণাভাং জবারাগি সুদুস্কুলাম্। অঙ্গরাগ সেবা পরাং ভজেত্বাং রঙ্গদেবীং ॥ ৭। **তুঙ্গবিদ্যা**— চন্দ্রাস্তং কুন্দ বর্ণাভাং চাষবর্ণ নিভাম্বরাম্। নানাবাদ্যকারিণীঞ্চ তুঙ্গবিদ্যা মহং ভজে ॥ ৮। **সুদেবী**— তপ্ত কাঞ্চন বর্ণাভাং শোন পুষ্পাম্বরা বৃতাম্। জল-দুগ্ধ সেবাপরাং সুদেবী ত্বাং মহং ভজে ॥ **প্রণাম** — ১। কারণ্য কল্প-লতিকে ললিতাং নমস্তে ॥ ২ । রাধা সমানগুণ চাতুরিকে

বিশাখে ॥ ৩। বন্দে বিচিত্র চরিতে সখি চিত্রলেখে নমস্তে ॥ ৪। ত্বং নমামি চম্পকলতেহচ্যুতক চিত্ত চৌরে ॥ ৫। শ্রীরঙ্গদেবী দয়িতে প্রণয়াঙ্গরণে নমস্তে ॥ ৬। বিদ্যা বিনোদ নমস্তে সদনেপি তুঙ্গবিদ্যে ॥ ৭। তুভ্যং সুখদে দয়িতে সুদেবী নমোহস্তুতে ॥ ৮। পূর্ণেন্দু খন্ডনখরে নমস্তে সুমুখী ইন্দুলেখে ॥ অনন্তর— চন্দ্রাবলী, রতিমঞ্জরী, শ্যামলা, শশিকলা, চিত্রা, সুমুখী, ললিতা, বিশাখা, মদনসুন্দরী, অঙ্গদেবী, সুদেবী, চম্পকলতা, তুঙ্গবিদ্যা, শশিরেখা, হরিপ্রিয়া, পদ্মা, সব্যা, জয়া, ইহাদিগের যথাশক্তি উপচারে পূজাপূর্ব্বক কোটি যোগিনীভ্যোঃ নমঃ বলিয়া পূজা করিবেন।

কামনা বিশেষে— এতস্মৈ নানা পুষ্পাদিরচিত কল্পিত কল্পবৃক্ষ সমন্বিত রাসমন্ডপায় নমঃ ॥ এইক্রমে অর্চ্চনা করিয়া— এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ, এতৎ সম্প্রদানাভ্যাম্ শ্রীরাধাকৃষ্ণ যুবাভ্যাম্ নমঃ ॥

বেদী উৎসর্গ—বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকেমাসি, অমুকরাশিস্থে ভাস্করে, অমুকেপক্ষে, অমুকতিথৌ, অমুকগোত্র, শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রীতিকামঃ ইমং সবস্ত্র কল্পিত নানাপুষ্পাদিরচিত কল্পিত কল্পবৃক্ষমর্চ্চিতং শ্রীবিষ্ণুর্দৈবতং শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাম্ যুবাভ্যাম্ শ্রীরাসমন্ডপ অহং সম্প্রদদে মন্ত্রে কল্পবৃক্ষাদিসহ মন্ডপ দান করিবেন।

হোম— পূজা সমাপ্ত করিয়া স্বগৃহ্যোক্ত বিধানে কুশন্ডিকা করতঃ হোম করিবেন। **সঙ্কল্প যথা**— বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকমাসি, অমুক রাশিস্থে ভাস্করে, অমুকেপক্ষে, অমুকতিথৌ, অমুকগোত্র, শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা, শ্রীরাধাকৃষ্ণস্য রাসোৎসব কর্ম্মণি শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রীতিকামঃ ওঁ ক্লীং স্বাহেতি মন্ত্র করনেক শোহষ্টবিংশতি সংখ্যক সাজ্য করবী পুষ্পে হোমমহং করিষ্যে (অপরার্থে— করিষ্যামি) এইরূপে সঙ্কল্প করিয়া ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায়ঃ স্বাহা। তৎপরে ওঁ রাং রাধিকায়ৈ স্বাহা মন্ত্রে বিল্বপত্র হোম করিবেন ॥ অতঃপর আরত্রিক করিয়া দক্ষিণান্ত করণান্তর অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবেন ও বৈগুণ্য সমাধান করিবেন। অনন্তর গীত-বাদ্যাদি সহকারে বিগ্রহকে রাসন্ডপের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করাইয়া রাসমন্ডপে বসাইবেন।

॥ ইতি রাসোৎসব বিধি ॥

বিঃ দ্রঃ — কোন কোন পদ্ধতি অনুসারে অধিবাস দিনে অভিষেক বিধি আছে। এবং ঘটস্থাপন ও যদি কোন মৃত্তিকা নির্ম্মিত রাধাকৃষ্ণ যুগল মুর্ত্তি থাকে তাহার চক্ষুর্দ্দান ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

কৃষ্ণ-বিষয়ক সংক্ষেপ ভূতশুদ্ধি— নিজ হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ দেবের চরণাম্বুজ ধ্যান করিলেই ভূতশুদ্ধি হয়। শ্রীবৃন্দাবনে যোগ পীঠের চিন্তা করিয়া "স্বকীয় হৃদয়ে ধ্যায়েৎ শ্রীকৃষ্ণ চরণাম্বুজম্, ভূতশুদ্ধি মিমাং প্রাহু সর্ব্বাগম বিশারদা ॥"

দূর্গাপূজা— করন্যাস— ওঁ হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ হ্রীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। ওঁ হ্রুং মধ্যমাভ্যাং বষট্, ওঁ হ্রৈং অনামিকাভ্যাং হুম্, ওঁ হ্রৌং কনিষ্ঠাভ্যাম্ বৌষট্, ওঁ হ্রঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্ ॥ **অঙ্গন্যাস**— ওঁ হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ হ্রীং শিরসে স্বাহা, ওঁ হ্রুং শিখায়ৈ বষট্, ওঁ হ্রৈং কবচায় হুম্, ওঁ হ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ওঁ হ্রঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্ ॥

দূর্গার ধ্যান— ওঁ জটাজুট সমাযুক্তামর্দ্ধেন্দু কৃতশেখরাম্। লোচনত্রয়-সংযুক্তাং পূর্ণেন্দুসদৃশাননাম্ ॥ অতসীপুষ্পবর্ণাভাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাম্। নবযৌবন সম্পন্নাং সর্ব্বাভরণ ভূষিতাম্ ॥ সুচারু দশনাং দেবীং পীনোন্নত পয়োধরাম্। ত্রিভঙ্গস্থান সংস্থাণাং মহিষাসুর মর্দ্দিনীম্ ॥ মৃণালায়ত সংস্পর্শ দশবাহু সমন্বিতাম্। ত্রিশূলং দক্ষিণে পাণৌ খড়্গং চক্রং ক্রমাদধঃ ॥ তীক্ষ্মবাণং তথা শক্তিং দক্ষিণেতু বিচিন্তয়েৎ। খেটকং পূর্ণচাপঞ্চ পাশমঙ্কুশমেব চ ॥ ঘণ্টাং বা পরশুং বাপি বামতঃ সন্নিবেশয়েৎ। অধস্তান্মহিষং তদবদ্ দ্বিশিরস্কং প্রদর্শয়েৎ ॥ শিরচ্ছেদোদ্ভবং তদবদ্ দানবং খড়্গ-পাণিনম্। হৃদি শূলেন নির্ভিন্নং নির্য্যদন্তবিভূষিতম্ ॥ রক্তারক্তি কৃতাঙ্গঞ্চ রক্তবিস্ফুরিতেক্ষণাম্। বেষ্টিতং নাগপাশেন ভ্রুকুটি ভীষণাননাম্ ॥ সপাশ বামহস্তেন ধৃত কেশঞ্চ দুর্গয়া, বমদ্রুধির বক্ত্রুঞ্চ দেব্যাঃ সিংহং প্রদর্শয়েৎ ॥ দেব্যাস্তু দক্ষিণং পাদং সমং সিংহোঽপরি স্থিতম। কিঞ্চিতদূর্দ্ধং তথা বামমঙ্গুষ্ঠং মহিষোপরি ॥ শত্রুক্ষয় করীং দৈত্য-দানব দর্পহাম্। প্রসন্ন বদনাং দেবীং সর্ব্বকাম ফলপ্রদাম্ ॥ দেবীং স্তুয়মানঞ্চ তদ্রূপ মমরৈঃ সন্নিবেশয়েৎ। উগ্রচন্ডা প্রচন্ডা চ চন্ডোগ্রা চন্ডনায়িকা। চন্ডা চন্ডবতী চৈব চন্ডরূপাতি চন্ডিকা ॥ অষ্টাভিঃ শক্তিভিঃ স্তাভিঃ সততং পরিবেষ্টিতাম্। চিন্তয়েজ্জগতাং ধাত্রীং

ধর্ম্মকামার্থ মোক্ষদাম্ ॥ এষ গন্ধ ওঁ হ্রীং দূর্গায়ৈ নমঃ, এতৎ সচন্দন পুষ্পম ওঁ হ্রীং দূর্গায়ৈ নমঃ, এষ ধূপঃ ওঁ হ্রীং দূর্গায়ৈ নমঃ, এষ দীপঃ ওঁ হ্রীং দূর্গায়ৈ নমঃ, এতন্নৈবেদ্যং ওঁ হ্রীং দূর্গায়ৈ নমঃ, ইদম্ পানীয়জলম্ ওঁ হ্রীং দূর্গায়ৈ নমঃ, ইদম্ পুনরাচমনীয় জলং ওঁ হ্রীং দূর্গায়ৈ নমঃ ॥

দূর্গার প্রণাম— ওঁ সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমোঽস্তুতে ॥ পরে "শ্রীকৃষ্ণ শক্তিরূপিণ্যৈ শ্রীদূর্গায়ৈ নমঃ," মন্ত্রে অর্চ্চনা করিবেন। "কাত্যায়নী মহামায়ে মহাযোগিন্য ধীশ্বরী, নমঃ গোপসুতং দেবি পতিং মে কুরুতে নমঃ" মন্ত্রে প্রণাম করিবেন। পরে এতে গন্ধপুষ্পে গুরুবে শ্রীগোপেশ্বরক শিবায়ক নমঃ, মন্ত্রে পূজা করিয়া "গোপেশ্বর মহাদেব ত্রাহি মাং ভক্তবৎসল। রাধা গোবিন্দয়োঃ দাস্যং দেহি দেব নমোঽস্তুতে মন্ত্রে প্রণাম করিবেন ॥ এতে গন্ধপুষ্পে শ্রী সূর্য্যায় নমঃ বলিয়া পূজা করিবেন। রাধয়াসহ গোবিন্দ সবিতৃমন্ডলে সদা, যাচেঽহং যমুনা পিতঃ শেবায়াং মাং নিয়োজয় ॥ পরে এতে গন্ধপুষ্পে ইন্দ্রায় নমঃ, নবগ্রহায় নমঃ. এতে গন্ধপুষ্পে দশদিক্-পালেভ্যো নমঃ ॥

গণেশাদি পূজা— করন্যাস— ওঁ গাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ গীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, ওঁ গূং মধ্যমাভ্যাং বষট্, ওঁ গৈং অনামিকাভ্যাং হুং, ওঁ গৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, ওঁ গঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্ ॥ **অঙ্গন্যাস**— ওঁ গাং হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ গীং শিরসে স্বাহা, ওঁ গূং শিখায়ৈ বষট্, ওঁ গৈং কবচায় হূং, ওঁ গৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ওঁ গঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্ ॥ **পরে কুর্ম্মমুদ্রায় পুষ্প লইয়া ধ্যান**— ওঁ খর্ব্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্র বদনং লম্বোদরং সুন্দরং, প্রস্যান্দনমদগন্ধলুব্ধমধুপ ব্যালোল গন্ডস্থলম্। দন্তাঘাত বিদারিতারি রুধিরৈঃ সিন্দুর শোভাকরম্, বন্দে শৈলসুতাসুতং সিদ্ধিপ্রদং কামদং ॥ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গাং গণেশায় নমঃ, এষ ধুপ-দীপঃ ওঁ গাং গণেশায় নমঃ, এতন্নৈবেদ্যং ওঁ গাং গণেশায় নমঃ, ইদম্ পানীয়জলম্ ওঁ গাং গণেশায় নমঃ, পুনরাচমনীয়ম্ ওঁ গাং গণেশায় নমঃ ॥ **প্রণাম**— একদন্ত মহাকায় লম্বোদর গজাননম্, বিঘ্ননাশকরং দেবং হেরম্বং প্রণমাম্যহম্ ॥ **সূর্য্যের পূজা— করন্যাস**— ওঁ সাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ সীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, ওঁ সূং মধ্যমাভ্যাং

বষট্, ওঁ সৈং অনামিকাভ্যাং হুং, ওঁ সৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, ওঁ সঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্ ॥ **অঙ্গন্যাস** — ওঁ সাং হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ সীং শিরসে স্বাহা, ওঁ সুং শিখায়ৈ বষট্, ওঁ সৈং কবচায় হুং, ওঁ সৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ওঁ সঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্ ॥ **ধ্যান**— ওঁ রক্তাম্বুজাসনমশেষগুণৈক সিন্ধুং, ভানুং সমস্ত জগতামধিপং ভজামি, পদ্মদ্বয়াভয়বরান্ দধতং করা জ্বৈর্মানিক্যমৌলি মরুণাঙ্গরুচিং ত্রিনেত্রম্ ॥ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ নমঃ শ্রী সূর্য্যায় নমঃ, পাদ্যং শ্রীসূর্য্যায় নমঃ, অর্ঘ্যং শ্রীসূর্য্যায় নমঃ, এষ ধুপ-দীপ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ, এতন্নৈবেদ্যং শ্রীসূর্য্যায় নমঃ, ইদং পানীয়জলং শ্রীসূর্য্যায় নমঃ, পুনরাচমনীয়ং শ্রীসূর্য্যায় নমঃ ॥ **প্রণাম**— ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্। ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্ ॥ **সূর্য্যার্ঘ্য**— কুশিতে দূর্ব্বা, আতপ চাল, জবাপুষ্প, রক্তচন্দন বা যে কোনও লাল ফুল ও দুগ্ধ হরিতকী লইয়া পূর্ব্বমুখ হইয়া বলিবেন— বং এতস্মৈ অর্ঘ্যায় নমঃ, বলিয়া জলের ছিটা দিবেন, এতে গন্ধপুষ্পে অর্ঘ্যায় নমঃ, এতৎ অধিপতপয়ে শ্রীবিষ্ণবে নারায়ণায় নমঃ, এতৎ সম্প্রদানায় শ্রীসূর্য্য নারায়ণায় নমঃ ॥ বিষ্ণুরোম্ তৎসদ্য অমুকে মাসি, অমুকেপক্ষে, অমুকরাশিস্থে ভাস্করে, অমুকগোত্র, শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা শ্রীবিষ্ণু প্রীতিকামঃ ইদম্ অর্ঘ্যং শ্রীসূর্য নারাণায় দানমহং করিষ্যে। **মন্ত্র**— ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মণ্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে জগৎ সবিত্রে শুচয়ে সাবিত্রে কর্ম্মদায়িনে। এহি সূর্য্যঃ সহস্রাংশো তেজোরাশে জগৎপতে। অনুকম্পায় মাং ভক্তং গৃহাণার্ঘ্যং দিবাকর। এষ অর্ঘ্যঃ ওঁ নমো ভগবতে শ্রীসূর্য্যায় নমঃ বলিয়া কুশিটি তাম্রপাত্রে ঢালিয়া দিবেন। **নারায়ণ পূজা**– **করন্যাস**— ওঁ নাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ নীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, ওঁ নূং মধ্যমাভ্যাং বষট্, ওঁ নৈং অনামিকাভ্যাম্ হুম্, ওঁ নৌং কনিষ্ঠাভ্যাম্ বৌষট্, ওঁ নঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্ ॥ **অঙ্গন্যাস**— ওঁ নাং হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ নীং শিরসে স্বাহা, ওঁ নুং শিখায়ৈ বষট্, ওঁ নৈং কবচায় হুং, ওঁ নৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ওঁ নঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্ ॥ **ধ্যান**— ওঁ শান্তাকারং ভুজগ শয়নম্ পদ্মনাভং সুবেশম্। বিশ্বারং গগন সদৃশং মেঘবর্ণং শুভাঙ্গম্ ॥ লক্ষ্মীকান্তং কমলনয়নং যোগীভীর্ধ্যানগম্যং। বন্দে বিষ্ণু ভবভয়হরং

সর্ব্বলোকৈক নাথম্ ॥ **অথবা** ওঁ ধ্যেয় সদা সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী নারায়ণঃ সরসিজাসন সন্নিবিষ্টঃ। কেয়ুরবান্ কনক-কুন্ডলবান্, কিরীটীহারী হিরন্ময়বপু ধৃতশঙ্খচক্রঃ ॥ এতে গন্ধেপুষ্পে ওঁ নারায়ণায় নমঃ, এতৎ পাদ্যং ওঁ নারায়ণায় নমঃ, এতৎ সচন্দন তুলসীপত্রম্ ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে নারায়ণায় নমঃ, এষ ধূপ-দীপ ওঁ নারায়ণায় নমঃ, এতন্নৈবেদ্যং ওঁ নারায়ণায় নমঃ, ইদম্ পানীয় জলম্ ওঁ নারায়ণায় নমঃ, পুনরাচমনীয়ম্ ওঁ নারায়ণায় নমঃ ॥ **প্রণাম**— ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণ হিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ **শিবপূজা– করন্যাস**— ওঁ শাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ শীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, ওঁ শূং মধ্যমাভ্যাং বষট্, ওঁ শৈং অনামিকাভ্যাং হুং, ওঁ শৌং কনিষ্ঠাভ্যাম্ বৌষট্, ওঁ শঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্। **অঙ্গন্যাস**— ওঁ শাং হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ শীং শিরসে স্বাহা, ওঁ শূং শিখায়ৈ বষট্, ওঁ শৈং কবচায় হুং, ওঁ শৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ওঁ শঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্ ॥ **ধ্যান**— ওঁ ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজত গিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং, রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশু-মৃগ-বরাভীতিহস্তং প্রসন্নম্। পদ্মাসীনং সমন্তাৎস্তুতমমরগণৈর্ব্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং, বিশ্বদ্যং বিশ্ববীজং নিখিল ভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্ ॥ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ নমঃ শিবায়, এতৎ পাদ্যং ওঁ নমঃ শিবায়, এষ অর্ঘ্যং ওঁ নমঃ শিবায়, এষ ধূপ-দীপ ওঁ নমঃ শিবায়, এতন্নৈবেদ্যং ওঁ নমঃ শিবায়, ইদম্ পানীয়জলম্ ওঁ নমঃ শিবায়, পুনরাচমনীয়ম্ ওঁ নমঃ শিবায়। এতৎ সচন্দন বিল্বপত্রং ওঁ নমঃ শিবায় ॥ বম্ বম্ বম্ বম্ মন্ত্রে গাল ও বগল বাজাইবেন ॥ **প্রণাম**— ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয় হেতবে। নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বরঃ ॥ **জয়দুর্গার ধ্যান**— ওঁ কালাভ্রাভাং কটাক্ষৈররিকুলভয়দাং মৌলিবদ্ধেন্দু রেখাং। শঙ্খং চক্রং কৃপাণং ত্রিশিখমপিকরৈ রুদ্বহন্তিং ত্রিনেত্রাম্ ॥ সিংহ স্কন্ধাধিরূঢ়াং ত্রিভুবনমখিলাং তেজসা পুরয়ন্তীম্। ধ্যায়েৎ দুর্গাং জয়াখ্যাং ত্রিদশপরিবৃতাং সেবিতাং সিদ্ধিকামৈঃ ॥ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ জয়দুর্গায়ৈ নমঃ, সমস্ত পূর্ব্ববৎ ॥ **প্রণাম**— সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমোঽস্তুতে ॥

আপদুদ্ধারকল্পে শ্রীদুর্গাষ্টক স্তোত্রম্

নমস্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে, নমস্তে জগদ্ব্যাপিকে বিশ্বরূপে।
নমস্তে জগদ্বন্দ্য-পাদারবিন্দে, নমস্তে জগত্তারিণী ত্রাহি দুর্গে ॥ ১ ॥
নমস্তে জগচ্চিন্ত্যমান স্বরূপে, নমস্তে মহাযোগিণী জ্ঞানরূপে।
নমস্তে সদানন্দনন্দস্বরূপে, নমস্তে জগত্তারিণী ত্রাহি দুর্গে ॥ ২ ॥
অনাথস্য দীনস্য তৃষ্ণাতুরস্য, ভয়ার্ত্তস্য ভীতস্য বদ্ধস্য জন্তোঃ।
ত্বমেকা গতির্দ্দেবি নিস্তারদাত্রি, নমস্তে জগত্তারিণী ত্রাহি দুর্গে ॥ ৩ ॥
অরণ্যে রণে দারুণে শত্রুমধ্যেঽনলে, সাগরে প্রান্তরে রাজগেহে।
ত্বমেকা গতির্দ্দেবি নিস্তারহেতুর্নমস্তে জগত্তারিণী ত্রাহি দুর্গে ॥ ৪ ॥
অপারে মহাদুস্তরেঽত্যন্তঘোরে বিপৎসাগরে মজ্জতাং দেহভাজাম্।
ত্বমেকা গতির্দ্দেবি নিস্তারনৌকা, নমস্তে জগত্তারিণী ত্রাহি দুর্গে ॥ ৫ ॥
নমশ্চণ্ডিকে চণ্ডদোর্দ্দণ্ড-লীলা-সমুৎখণ্ডিতা খণ্ডলাশেষভীতে।
ত্বমেকা গতির্ব্বিঘ্নসন্দোহহন্ত্রী, নমস্তে জগত্তারিণী ত্রাহি দুর্গে ॥ ৬ ॥
নমো দেবি দুর্গে শিবে ভীমনাদে, সরস্বত্যরুন্ধত্যমোঘস্বরূপে।
বিভূতিঃ শচী কালরাত্রিঃ সতীত্বং, নমস্তে জগত্তারিণী ত্রাহি দুর্গে ॥ ৭ ॥
ত্বমেকাজিতারাধিতা সত্যবাদিন্যমেয়াজিতা ক্রোধনাক্রোধনিষ্ঠা।
ইড়া পিঙ্গলা ত্বং সুষুম্না চ নাড়ী, নমস্তে জগত্তারিণী ত্রাহি দুর্গে ॥ ৮ ॥
শরণামপি সুরাণাং সিদ্ধবিদ্যাধরাণাং,
মুনিদনুজ-নরাণাং ব্যাধিভিঃ পীড়িতানাম্।
নৃপতি-গৃহ-গতানাং দস্যুভিস্ত্রাসিতানাং,
ত্বমসি শরণমেকা দেবি দুর্গে প্রসীদ ॥ ৯ ॥
ইদং স্তোত্রং ময়া প্রোক্তমাপদুদ্ধারহেতুকম্,
ত্রিসন্ধ্যমেকসন্ধ্যং বা পঠনাদেব সঙ্কটাৎ।
মুচ্যতে নাত্র সন্দেহো ভুবি স্বর্গে রসাতলে ॥ ১০ ॥

সমস্তং শ্লোকমেকং বা যঃ পঠেৎ ভক্তিতঃ সদা।
সর্ব্বদুষ্কৃতং ত্যক্ত্বা প্রাপ্নোতি পরমাং গতিম্ ॥ ১১ ॥
পঠনাদস্য দেবেশি কিং না সিধ্যতি ভূতলে।
স্তবরাজমিদং দেবি সংক্ষেপাৎ কথিতং ত্বয়ি ॥ ১২ ॥
॥ ইতি বিশ্বসারতন্ত্রে আপদুদ্ধারকল্পে শ্রীদুর্গাষ্টক স্তোত্রম্ সমাপ্তম্ ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত মহাপুরাণকৃত শ্রীকৃষ্ণ স্তোত্রম্

(শ্রীগর্গ উবাচ)

হে কৃষ্ণ জগতাং নাথ ভক্তানাং ভয়ভঞ্জন।
প্রসন্নো ভব মামীশ দেহী দাস্যং পদম্বুজে ॥
ত্বৎপিত্রা মে ধনং দত্তং তেন কিং মে প্রয়োজনম্।
দেহি মে নিশ্চলাং ভক্তিং ভক্তানামভয়প্রদাম্ ॥
অণিমাদিষু সিদ্ধেষু যোগেষু মুক্তিষু প্রভো।
জ্ঞানতত্ত্বেম্বতত্ত্বেষু কিঞ্চিন্নাস্তি স্পৃহা মম ॥
ইন্দ্রত্বে বা মনুষ্যত্বে স্বর্গভোগং ফলং চিরং।
নাস্তি মে মনসো বাঞ্ছা ত্বৎপাদসেবনং বিনা ॥
সালোক্য-সার্ষ্টি সামিপ্য-সারূ-প্যৈকত্বমীপ্সিতম্।
নাহং গৃহ্ণামি তে ব্রহ্মত্বৎপাদসেবনং বিনা ॥
গোলকে বাপি পাতালে বাসে তুল্যং মনোরথম্।
কিন্তু তে চরণাম্ভোজে সন্ততং স্মৃতিরস্তু মে ॥
বেদাঙ্গ শঙ্করাৎ প্রাপ্য কতিজন্মোফলোদয়াৎ।
সর্ব্বজ্ঞোঽহং সর্ব্বদর্শী সর্ব্বত্র গতিরস্তি মে ॥
কৃপাং কুরু কৃপাসিন্ধো দীনবন্ধো পদাম্বুজে।
রক্ষ মামভয়ং দত্ত্বা মৃত্যুর্ম্মে কিং করিষ্যতি ॥
সর্ব্বেষামীশ্বরোঃ সর্ব্বস্ত্বৎপাদাম্ভোজসেবয়া।
মৃত্যুঞ্জয়োঽন্তকারশ্চ বভূব যোগিনাং গুরুঃ ॥

ব্রহ্মা বিধাতা জগতাং ত্বৎপাদাম্ভোজসেবয়া ।
যস্যৈকদিবসে ব্রহ্মন্ পতন্তীন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশঃ ॥
যৎপাদসেবয়া ধর্ম্মঃ সাক্ষী চ সর্ব্বকর্ম্মণাম্।
পাতা চ ফলদাতা চ জিত্বা কালং সুদুর্জ্জয়ম্ ॥
সহস্রবদনঃ শেষো যৎপাদপদ্মসেবয়া।
ধত্তে সিদ্ধার্থবদ্বিশং শিরসা চৈব মেদিনীম্ ॥
সর্ব্বসম্পদ্বিধাত্রী চ যা দেবী ত্বৎ পরাৎপরা।
করোতি সততং লক্ষ্মী কেশৈস্ত্বৎপাদমার্জ্জনম্ ॥
প্রকৃতির্বীজরূপা সা সর্ব্বেষাং শক্তিরূপিণী।
স্মারং স্মারং ত্বৎপদাব্জং বভূব ত্বৎ পরাৎপরা ॥
পার্ব্বতী সর্ব্বদেবী সা সর্ব্বেষাং বুদ্ধিরূপিণী।
ত্বৎপাদসেবয়াং কান্তং ললাভ শিবমীশ্বরম্ ॥
বিদ্যাধিষ্ঠাতৃদেবী যা জ্ঞানমাতা সরস্বতী।
পূজ্যা বভূব সর্ব্বেষাং ত্বৎপাদাম্ভোজসেবয়া ॥
সাবিত্রী বেদমাতা চ পুনাতি ভুবমত্রয়ম্ ।
ব্রহ্মণো ব্রাহ্মণানাঞ্চ গতিস্ত্বৎ পাদসেবয়া ॥
ক্ষমা জগদ্বিধর্ত্তুঞ্চ রত্নগর্ভা বসুন্ধরা।
প্রসূতা সর্ব্বশস্যানাং ত্বৎপাদপদ্মসেবয়া ॥
রাধা বামাংশ সম্ভূতা তব তুল্যা চ তেজসা।
স্থিতা বক্ষসি তে পাদং সেবতেঽন্যস্য কা কথা ॥
যথা শর্ব্বাদয়ো দেবা দেব্যঃ পদ্মাদয়ো যথা।
তৎসমং নাথ কুরু মমীশ্বরস্য সমা কৃপা ॥
ন যাস্যামি গৃহং নাথ ন গৃহ্নামি ধনং তব।
কৃত্বা মাং রক্ষ পাদাব্জে সেবাসু সেবকং রতম্ ॥
ইত্যুক্ত্বা চ সাশ্রুনেত্রঃ পপাত চরণং হরেঃ।
রুরোদ চ ভৃশং ভক্ত্যা পুলকাঞ্চিতবিগ্রহঃ ॥

গর্গস্য বচনং শ্রুত্বা জহাস ভক্তবৎসলঃ।
উবাচ তং স্বয়ং কৃষ্ণো ময়ি তে ভক্তিরস্ত্বিতি ॥
ইদং গর্গকৃতং স্তোত্রম্ ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্নরঃ।
দৃঢ়াং ভক্তিং হরের্দ্দাস্যং স্মৃতিঞ্চ লভতে ধ্রুবম্ ॥
জন্মমৃত্যুজরা-রোগ-শোকমোহাতিসঙ্কটাৎ।
তীর্ণো ভবতি শ্রীকৃষ্ণদাসঃ সেবনতৎপরঃ ॥
কৃষ্ণস্য ভবনং কালে কৃষ্ণসার্দ্ধং প্রমোদতে।
কদাপি ন ভবেত্তস্য বিচ্ছেদো হরিণা সহ ॥

শ্রীরাধিকা স্তোত্রম্

(উদ্ধব উবাচ)

বন্দে রাধাপদাম্ভোজং ব্রহ্মাদিসুরবন্দিতম্।
যৎ কীর্তিকীর্ত্তনেনৈব পুনাতি ভূবনত্রয়ম্ ॥
নমো গোলকবাসিন্যৈ রাধিকায়ৈ নমো নমঃ।
শতশৃঙ্গনিবাসিন্যৈ রাধিকায়ৈ নমো নমঃ ॥
রাসমন্ডলবাসিন্যৈ রাসেশ্বর্য্যৈ নমো নমঃ।
বিরজা-তীরবাসিন্যৈ বৃন্দায়ৈ চ নমো নমঃ ॥
বৃন্দাবনবিলাসিন্যৈ কৃষ্ণায়ৈ চ নমো নমঃ।
নমঃ কৃষ্ণপ্রিয়ায়ৈ চ শান্তায়ৈ চ নমো নমঃ ॥
কৃষ্ণবক্ষঃস্থিতায়ৈ চ তৎ প্রিয়ায়ৈ নমো নমঃ।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যাধিদেব্যৈ চ কমলায়ৈ নমো নমঃ ॥
পদ্মনাভপ্রিয়ায়ৈ চ পদ্মাচৈ চ নমো নমঃ।
মহোদ্বিষ্ণোশ্চ মাত্রে চ পরাদ্যায়ৈ নমো নমঃ ॥
তেজঃসু সর্ব্বদেবানাং পুরা কৃতযুগে মুদা।
অধিষ্ঠানং কৃতা যা চ প্রাকৃত্যৈ চ নমো নমঃ ॥

নমো দুর্গতিনাশিন্যৈ দুর্গাদেব্যৈ নমো নমঃ।
নমস্ত্রিপুরহারিণ্যৈ ত্রিপুরায়ৈ নমো নমঃ ॥
সুন্দরীষু চ রম্যায়ৈ সুন্দর্য্যৈ চ নমো নমঃ।
শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপায়ৈ সগুণায়ৈ নমো নমঃ ॥
নমো ব্রহ্মস্বরূপায়ৈ নির্গুণায়ৈ নমো নমঃ।
নমো নিদ্রাস্বরূপায়ৈ সগুণায়ৈ নমো নমঃ ॥
নমো দক্ষসুতায়ৈ চ নমঃ সত্যৈ নমো নমঃ।
নমঃ শৈলসুতায়ৈ চ পার্ব্বত্যৈ চ নমো নমঃ ॥
নমো নমস্তপস্বিন্যৈ উমায়ৈ চ নমো নমঃ।
নমো নীহাররূপায়ৈ অপর্ণায়ৈ নমো নমঃ ॥
গৌরীগোলোকবাসিন্যৈ নমো গৌর্য্যৈ নমো নমঃ।
নমঃ কৈলাসবাসিন্যৈ মাহেশ্বর্য্যৈ নমো নমঃ ॥
নিদ্রায়ৈ চ দয়ায়ৈ চ শ্রদ্ধায়ৈ চ নমো নমঃ।
নমো ধৃতে ক্ষমায়ৈ চ লজ্জায়ৈ চ নমো নমঃ ॥
তৃষ্ণায়ৈ ক্ষুৎপিপাসায়ৈ ভ্রান্ত্যৈ কান্ত্যৈ নমো নমঃ।
নমঃ শান্ত্যৈ চ বিদ্যায়ৈ সিদ্ধায়ৈ চ নমো নমঃ ॥
নমঃ সৃষ্টিস্বরূপায়ৈ স্থিতিকর্ত্র্যৈ নমো নমঃ।
নমঃ সংহাররূপিণ্যৈ মায়ায়ৈ চ নমো নমঃ ॥
ভদ্রায়ৈ চ শুভায়ৈ চ মুক্তিদায়ৈ নমো নমঃ।
নমঃ স্বধায়ৈ স্বাহায়ৈ শান্ত্যৈ কান্ত্যৈ নমো নমঃ ॥
নমস্তুষ্ট্যৈ চ পুষ্ট্যৈ চ দয়ায়ৈ চ নমো নমঃ।
সর্ব্বশক্তিস্বরূপায়ৈ সর্ব্বমাত্রে নমো নমঃ ॥
বহ্নৌ দাহস্বরূপায়ৈ ভদ্রায়ৈ ভাস্করেঽপি চ।
শোভায়ৈ পূর্ণচন্দ্রে চ সর্ব্বদ্রব্যেষু বৈ নমঃ ॥
নাস্তি ভেদো যথা দেবি দুগ্ধধারণয়োঃ সদা।
যথৈব গন্ধো ভূম্যাশ্চ যথৈবং জলশৈত্যয়ো ॥

যথৈব শব্দ-নভসোর্জ্জোতিঃ সূর্য্যময়ো যথা।
লোকে বেদে পুরাণে চ রাধামাধবয়োস্তথা ॥
চেতনং কুরু কল্যাণি দেহি মামুত্তমাং গতিম্।
ইত্যুক্ত্বা চোদ্ধবস্তত্র প্রণমাম পুনঃ পুনঃ ॥
ইত্যুদ্ধবকৃতং স্তোত্রং যঃ পাঠেৎ ভক্তিপুর্ব্বকম্।
ইহলোকে সুখং ভুক্ত্বা যাত্যন্তে হরিমন্দিরম্ ॥
ন ভবেদ্বন্ধুবিচ্ছেদো রোগঃ শোকঃ সুদারুণঃ।
প্রোষিতা স্ত্রী লভেৎ কান্তং ভার্য্যাভেদী লভেৎ প্রিয়াম্ ॥
অপুত্রো লভতে পুত্রো নির্ধনো লভতে ধনম্।
নির্ভুমির্লভতে ভূমিং প্রজ্ঞাহীনো লভেদ্ধিয়ম্ ॥
রোগাদ্বিমুচ্যতে রোগী বদ্ধো মুচ্যতে বন্ধনাৎ।
ভয়ান্মুচ্যেত ভীতস্তু মুচ্যেতাপন্ন আপদঃ ॥
অস্পষ্টকীর্ত্তি সুযশো মূর্খো ভবতি পণ্ডিতঃ ॥

॥ ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্ত মহাপুরাণকৃত শ্রীনারায়ণ-নারদ সংবাদে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে শ্রীরাধিকা স্তোত্রম্ সমাপ্তম্ ॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী ব্রতকথা ও শ্রীরাধাষ্টমী ব্রতকথা
পূজাপদ্ধতি, ফর্দ্দমালা ও শ্রীশ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম সহ
শ্রীগোলোকপতি আচার্য্য জ্যোতিঃশাস্ত্রী বিরচিত।

শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী ব্রত (পূজা-পদ্ধতি)

পূজা দ্রব্য—পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, তিল, হরিতকী, ফুল, তুলসী, দূর্ব্বা, বিল্বপত্র, ধূপ, ধূনা, দীপ, আসনাঙ্গুরীয় ৪, মধুপর্কের বাটী ৪, নৈবেদ্য ৬, কুচা নৈবেদ্য, দূর্ব্বা, গুড়, বালি, কাষ্ঠ, ষোড়কে, ঘৃত ৫০০, পূর্ণপাত্র, দধি, মধু, তৈল, হরিদ্রা, চিনি, মাখন, মিছরী।

পূর্ব্ব দিবস সংযমী থাকিয়া জন্মাষ্টমী দিবসে প্রাতঃকালে প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে আচমন, স্বস্তিবাচন ও স্বস্তিসূক্ত পাঠ করিয়া "সূর্য্যঃ সোম" ইত্যাদি মন্ত্র-পাঠপূর্ব্বক সংকল্প করিবেন যথা—বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য ভাদ্রে মাসি কৃষ্ণেপক্ষে অষ্টম্যান্তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা সর্ব্বাপচ্ছান্তিপূর্ব্বক শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামো গণেশাদি নানাদেবতা পূজাপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী ব্রতমহং করিষ্যে। (পরার্থে করিষ্যামি)। পরে সংকল্পসূক্ত পাঠ করিবে। পরে অর্দ্ধরাত্রে পূজামণ্ডপে উপবেশন করিয়া আচমনপূর্ব্বক সামান্যার্ঘ্য, জলশুদ্ধি, আসনশুদ্ধি প্রভৃতির পর গণেশাদি দেবতার পূজা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিবে। যথা—ফুল্লেন্দীবরকান্তি-মিন্দুবদনং বর্হাবতংস প্রিয়ং, শ্রীবৎসাঙ্কমুদার- কৌস্তুভধরং পীতাম্বরং সুন্দরম্। গোপীনাং নয়নোৎপলার্চ্চিত-তনুং গো-গোপসংঘাবৃতম্ গোবিন্দং মধু-বেণু-বাদন পরং দিব্যাঙ্গভূষং ভজে॥

পরে মানসোপচারে পূজা করিয়া বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিবার পর পুনরায় ধ্যান করিয়া ষোড়শ উপচারে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিবেন। (তৎপরে সুনন্দ, উপানন্দ, বসুদেব, দৈবকী, যশোদা, রোহিণী, বলদেব, উদ্ধব, অক্রুর, নন্দ, ষষ্ঠী, মার্কণ্ডেয় ও শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বসুদাম, সুবল সখাদির পূজা কর্ত্তব্য)। মন্ত্র যথা—এতে গন্ধপুষ্পে সুনন্দায় নমঃ, এইরূপ উপানন্দায় নমঃ, বসুদেবায় নমঃ, দৈবক্যৈ নমঃ, যশোদায়ৈ নমঃ, শ্রীদামাদি গোপবালকেভ্যঃ নমঃ। তাহার পরে দুর্গা, শিব; যমুনা ও গঙ্গার গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া ব্রতকথা পাঠ বা শ্রবণ করিবেন। ধ্যানান্তে শ্রীকৃষ্ণের প্রণাম মন্ত্র। যথা—

ওঁ সর্ব্বাঘনাশনো ত্বম্বঃ সর্ব্বশক্তি বিভূতিমান্।
শ্রীকৃষ্ণঃ পরমাত্মা ত্বমন্তর্য্যামিন্ নমোঽস্তুতে॥

মূল মন্ত্র—ক্লীঁ কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা।

জন্মাষ্টমী ব্রতের দিনে অর্দ্ধরাত্রিতে ঘৃতমিশ্রিত গুড়দ্বারা বসুধারা দিতে হয়। যথাক্রমে নাড়ীচ্ছেদ, ষষ্ঠীপূজা ও নামকরণ করিবে। চন্দ্রের উদয় হইলে শ্রীহরি স্মরণ করিয়া চন্দ্রদেবকে অর্ঘ্যপ্রদান করিতে হয়। চন্দ্রার্ঘ্যবিধি। যথা—শ্বেতপুষ্প, কুশ ও শ্বেতচন্দন শঙ্খে দিয়া ভূমিতে জানুপাত করিয়া (হাঁটু গেড়ে বসে) চন্দ্রকে অর্ঘ্য দান করিবেন। চন্দ্রার্ঘ্য মন্ত্র—ক্ষীরোদার্ণবসম্ভূত অত্রিনেত্রসমুদ্ভব। গৃহাণার্ঘ্যং শশাঙ্কেদং রোহিণ্যা সহিতো মম, সোমায় সোমেশ্বরায় সোমপতয়ে সোমসম্ভবায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥ ইত্যাদি।

বন্দনা ও প্রার্থনা

জয় জয় কৃষ্ণচন্দ্র দৈবকী নন্দন।
ভক্তিভাবে বন্দি আমি ও দুটি চরণ॥
জন্মাষ্টমী ব্রতকথা করিতে রচনা।
হৃদয়ে উদিত হয় এ সৎ বাসনা॥
পুনঃ চিন্তা করি যেন হইয়া বামন।
চন্দ্র ধরিবারে সাধ হইল তেমন॥
কিন্তু তবু মনে পড়ে তিনি দয়াময়।
করিলে তাঁহার কাজ কৃপা তাঁর হয়॥
যাঁর কৃপা হ'লে পঙ্গু গিরি পার হয়।
যাঁর কৃপা হ'লে মূক কত কথা কয়॥
সেই কৃষ্ণচন্দ্রে আমি করিয়া প্রণাম।
জন্মাষ্টমী ব্রতকথা পদ্যে লিখিলাম॥
প্রার্থনা মনোবাসনা পূর্ণ যেন হয়।
অন্তিমেতে পাই যেন চরণে আশ্রয়॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী-ব্রতকথা

জন্মাষ্টমী ব্রতকথা করিতে শ্রবণ।
বশিষ্ঠ মুনির পদ করিয়া বন্দন॥
একদা দিলীপ রাজা ক'ন মুনি প্রতি।
শ্রীকৃষ্ণের জন্মকথা শুনিতে সম্প্রতি॥
অতিশয় ইচ্ছা হয় ওহে মহামুনি।
কৃপা করি সেই কথা বলুন আপনি॥
ভাদ্রমাসে কৃষ্ণপক্ষে অষ্টমী তিথিতে।
কিবা হেতু জনার্দ্দন জন্মেন ধরাতে॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী নারায়ণ।
দৈবকী উদরে জন্মে কিসের কারণ॥
বশিষ্ঠ কহেন রাজা শুন ভক্তি মনে।
নারায়ণ স্বর্গ ত্যজি কিসের কারণে॥
এই পৃথিবীতে জন্মে দৈবকী উদরে।
সেই পুণ্যকথা বলি তোমার গোচরে॥
পূর্ব্বকালে কংসাসুর নামে নরপতি।
অহঙ্কারে মত্ত হয়ে থাকে দিবারাতি॥
ধরা অধীশ্বর হয়ে সেই দুরাচার।
পৃথিবীকে তাড়না করিল বহুবার॥
সহিতে না পারি দুঃখ পৃথিবী তখন।
মহেশ সকাশে গিয়া করে নিবেদন॥
পৃথিবীর দুঃখ দশা দেখি শূলপাণি।
ক্রোধেতে অধীর হয়ে কহে এই বাণী॥
দেবগণ চল যাই ব্রহ্মার সকাশে।
করিব উপায় আজি কংসের বিনাশে॥
অনন্তর মহেশ্বর দেবগণে লয়ে।
গমন করিল সবে ব্রহ্মার আলয়ে॥
দেবগণ নিবেদন করে ব্রহ্মা পাশে।
উপায় করুন প্রভু কংসের বিনাশে॥
ব্রহ্মা তবে হংসপৃষ্ঠে করি আরোহণ।
ক্ষীরোদ সাগরে যান লয়ে দেবগণ॥

সাগরের তীরে স্তব করে সুরগণ।
স্তবে তুষ্ট হইলেন দেব নারায়ণ॥
নারায়ণ বলিলেন ওহে দেবগণ।
বিষণ্ণ বদন সবে কিসের কারণ॥
কিবা হেতু করেছ হেথায় আগমন।
ব্রহ্মা বলিলেন প্রভু করি নিবেদন॥
শিববরে বলীয়ান হয়ে কংসাসুর।
পৃথিবীরে দেয় সদা যাতনা প্রচুর॥
নাহি মানে দেব দ্বিজ গুরুজন আদি।
অহঙ্কারে মত্ত হয়ে থাকে নিরবধি॥
মহেশ্বর দিল বর ভাগিনার হাতে।
নিধন হইবে কংস নহে অন্য হ'তে॥
তাই প্রভু নিবেদন অভয় চরণে।
রাখিতে দেবের মান কংসের নিধনে॥
দৈবকী উদরে জন্ম করিয়া গ্রহণ।
পৃথিবীর দুঃখ দশা করুন মোচন॥
নারায়ণ বলিলেন দেব মহেশ্বর।
পার্ব্বতীকে সাথে দেন একটি বৎসর॥
কার্য্যশেষে পুনরায় আসিবে চলিয়া।
এত বলি উমা রমা সাথেতে লইয়া॥
মথুরা উদ্দেশে যাত্রা করি নারায়ণ।
দৈবকী উদরে জন্ম করিলা গ্রহণ॥
যে কালে বৈকুণ্ঠ ত্যজি ব্রহ্ম সনাতন।
করেন দৈবকী গর্ভে আশ্রয় গ্রহণ॥

সে কালে শ্রীশিব ব্রহ্মা আদি দেবগণ।
সনকাদি নারদাদি মুনি ঋষিগণ॥
উপস্থিত হয়ে সেই কংস কারাগারে।
স্তবাদি করেন সবে ভক্তি সহকারে॥
তারপর আবির্ভাব কালের সময়।
ভক্ত হৃদে সত্ত্ব ভাব হইল উদয়॥
আকাশেতে রবি আদি নবগ্রহগণ।
মঙ্গল-জনক স্থানে আসি স্থিত হ'ন॥
ভাদ্র মাসে কৃষ্ণপক্ষ অষ্টমী তিথিতে।
বুধবার রোহিণী নক্ষত্র নিশার্দ্ধেতে॥
সর্ব্বদিক্ আলোকিত করিয়া শ্রীহরি।
ধরাধামে অবতীর্ণ শিশুরূপ ধরি॥
পরিধানে পীতবাস কৌস্তুভ গলেতে।
চতুর্হস্ত শঙ্খ চক্র গদাব্জ করেতে॥
রূপ হেরি বসুদেব দৈবকী চিন্তিল।
বুঝি বা দেবতা আসি জনম লভিল॥
নানাবিধ স্তব করি বলে নারায়ণে।
চতুর্ভুজ পরিহার করুন এক্ষণে॥
কেমনে রক্ষিব প্রভু কংস হাত হতে।
ভাবিয়া উপায় মোরা নাহি পাই চিতে॥
অন্তর্য্যামী নারায়ণ অন্তরে বুঝিল।
পরিধান ত্যজি প্রভু দ্বিভুজ হইল॥
অনন্তর ভগবান হরির কৃপায়।
বসুদেব শৃঙ্খল হইতে মুক্তি পায়॥

মায়াময় শ্রীহরির আশ্চর্য্য মায়াতে।
রক্ষীগণ অচেতন হইল নিদ্রাতে ॥
সে সময়ে ভগবান আবির্ভূত হ'ন।
সেইকালে যোগমায়া ব্রজে জন্ম ল'ন॥
পূর্ব্বের আদেশমত পবিত্র ক্ষণেতে।
নন্দালয়ে নন্দপত্নী যশোদা গর্ভেতে ॥
অতঃপর ভগবান কন বসুদেবে।
নন্দালয়ে তাঁরে রাখি আসিতে হইবে॥
নন্দ-কন্যা যোগমায়া শ্রীভগবতীকে।
আনয়ন করিয়া দিবেন দৈবকীকে ॥
ভগবান কৃষ্ণবাক্য করিয়া শ্রবণ।
নিজ বস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণকে করি আচ্ছাদন॥
বসুদেব নন্দালয়ে করেন গমন।
বিঘ্নহারী শ্রীবিষ্ণুকে করিয়া স্মরণ॥
যেইকালে বসুদেব গমন করিল।
কারাগৃহ লৌহদ্বার মুক্ত হয়ে গেল॥
মন্দ মন্দ মেঘগণ করয়ে গর্জ্জন।
মৃদুমন্দ বৃষ্টিধারা হতেছে পতন॥
স্বয়ং অনন্তদেব সর্পরূপ ধরি।
বারি নিবারণ জন্য কৃষ্ণ শীর্ষোপরি॥
ছত্রের মতন ফণা করিয়া ধারণ।
শ্রীবসুদেবের সাথে করেন গমন॥
এইভাবে বসুদেব যাইতে লাগিল।
যমুনার তটে আসি উপস্থিত হ'ল॥

দু-কূলে বহিছে বান বসুদেব ভাবে।
কেমনে হইয়া পার গোকুলে যাইবে॥
হায় কি করিব বলি কাঁদিতে লাগিল।
অন্তর্য্যামী নারায়ণ অন্তরে জানিল॥
দেখিতে দেখিতে জল আসিল কমিয়া।
শিবারূপে পার হয়ে যান মহামায়া॥
শিবার পশ্চাৎ ধরি বসুদেব যান।
মায়া করি বারি মধ্যে পড়ে ভগবান॥
বসুদেব কাঁদে পুনঃ শিরে হাত দিয়া।
জলক্রীড়া করে কৃষ্ণ যমুনা লইয়া॥
যমুনার পূরে সাধ কৃষ্ণকে পাইয়া।
কিছুক্ষণ পরে কৃষ্ণ উঠিল ভাসিয়া॥
সানন্দেতে বসুদেব তুলি নিয়া কোলে।
যমুনা হইয়া পার আসিল গোকুলে॥
অনন্তর বসুদেব, আসি নন্দালয়ে।
যশোদা নিকটে দেখে কন্যা আছে শুয়ে॥
মহামায়া প্রভাবেতে গোপ-গোপী যত।
কেহ কিছু নাহি জানে সবে নিদ্রাগত॥
যশোদাও পুত্র কন্যা কিছু না বুঝেছে।
জানে কোন দেবরূপী জনম লভিছে॥
বসুদেব পুত্র দিয়া কন্যা কোলে নিল।
মথুরার কারাগৃহে চলিয়া আসিল॥
যোগমায়ারূপী কন্যা দৈবকীকে দিয়া।
বন্ধনস্থানেতে বসু আসিল চলিয়া॥

যোগমায়া প্রভাবে পুনঃ বন্ধন ঘটিল।
কারাগৃহ পুনরায় আবদ্ধ হইল॥
মহামায়া সদ্যজাতা শিশুর মতন।
ক্রন্দন করিবামাত্র জাগে রক্ষীগণ॥
এক রক্ষী কংসপাশে করিয়া গমন।
দৈবকী প্রসবে শিশু করে নিবেদন॥
বিস্মিত হইয়া কংস আসি কারালয়ে।
দেখিল দৈবকী কোলে কন্যা আছে শুয়ে॥
ক্রোধে কংস ধরিবারে উদ্যত শিশুরে।
দৈবকী কন্যারে হৃদে জড়াইয়া ধরে॥
অশ্রুসিক্ত আঁখি নিয়ে বলে বারে বার।
প্রাণভিক্ষা দাও রাজা কন্যারে আমার॥
না শুনিয়া তার কথা পাপরূসী কংস।
শিশুরে করিতে চায় চিরতরে ধ্বংস॥
ধরিয়া শিশুব পদ উর্দ্ধেতে তুলিল।
শিলাপৃষ্ঠ লক্ষ্য করি নিক্ষেপ করিল॥
কিন্তু সেই শিশু-কন্যা কংসহাত হ'তে।
আরও উর্দ্ধে যায় উঠে না পড়ে শিলাতে॥
কন্যা অষ্টভূজা হয়ে মহাদেবীরূপে।
বলেন বচন দুরাচার কংস ভূপে॥
দুষ্ট দুরাচার কংস শুনরে বচন।
কিবা লাভ হবে বধি আমার জীবন॥

তোর শত্রু যিনি তিনি বালক রূপেতে।
দিন দিন বৰ্দ্ধিত হতেছে গোকুলেতে॥
অতএব নির্দ্দোষী দৈবকী বসুদেবে।
হিংসা করি উভয়েরে কিবা ফল হ'বে॥
তারপর অষ্টভূজা মাতা ভগবতী।
গেলেন কৈলাসধামে যথা পশুপতি॥
মহামায়া বাক্য কংস করিয়া শ্রবণ।
বসু ও দৈবকীর করে বন্ধন মোচন॥
তৎপরে কিরূপে শত্রু করি বিনাশন।
পরামর্শ করে কংস লয়ে মন্ত্রিগণ॥
জন্মাষ্টমী ব্রতকথা হ'ল সমাপন।
জয় কৃষ্ণচন্দ্র বলি ডাক সৰ্ব্বজন॥
কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী ব্রত করে যেই জন।
সকল সদিচ্ছা তার হইবে পূরণ॥
রোগ শোক দূরে যায় শান্তি পায় মনে।
জন্মাষ্টমী ব্রতকথা যেই জন শুনে॥
স্বয়ং কৃষ্ণ হ'তে কৃষ্ণনাম হয় সার।
নামের প্রভাবে জীব তরে এ সংসার॥
সৰ্ব্বদুঃখ দূরে যায় হয় সুখোদয়।
ভক্তিভাবে কৃষ্ণনামে লইলে আশ্রয়।
ভক্তিপ্রিয় কৃষ্ণচন্দ্র ভক্ত বড় ধন।
ভক্তের লাগিয়া তিনি অবতীর্ণ হন॥

হে গোলোকপতি কৃষ্ণ প্রার্থনা চরণে।
এ অধমে কৃপা কর আপনার গুণে॥

সংক্ষিপ্ত শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণনা।

দৈবকী উদরে কৃষ্ণ ভক্তে রক্ষিবারে।
মথুরায় অবতীর্ণ কংস কারাগারে।।
মথুরা হইতে গোকুলের পথে গিয়া।
যমুনায় করে খেলা পিতারে ত্যজিয়া।।
পঞ্চদশ দিন মধ্যে নন্দালয়ে হরি।
পূতনারে বধ করে স্তন পান করি।।
তৃতীয় মাস বয়সে শকট ভঞ্জন।
শকটাসুর বধ হরি করেন তখন।।
তৃণাবর্ত্ত নামে দৈত্য কংস দূত ছিল।
কংসের আদেশে কৃষ্ণে বধিতে আসিল।।
এক বছর বয়সে কৃষ্ণ ভগবান।
তৃণাবর্ত্তে করি বধ হরিলেন প্রাণ।।
শৈশবেতে বিশ্বরূপ মায়েরে দেখান।
এ ভাবে শৈশব লীলা হয় অবসান।।
চৌর্য্যলীলা রহস্য ও ননীচুরি আদি।
বাল্যলীলায় কৃষ্ণ করেন নিরবধি।।
একদা যশোদা মাতা কৃষ্ণকে ধরিয়া।
কটিদেশ বন্ধন করেন রজ্জু দিয়া।।
কিন্তু বৃথা হয় চেষ্টা বাঁধে যতবার।
দুই অঙ্গুলী পরিমিত কম হয় তার।।
অন্য গোপী কাছ হতে রজ্জু লয়ে আসি।
পুনঃ বাঁধে সেই কম হ'ন কালশশী।।
পুনঃ পুনঃ আনে রজ্জু বৃথা পরিশ্রম।
দুই অঙ্গুলী পরিমিত তবু হয় কম।।
লজ্জিত হ'য়ে যশোদা বসিয়া পড়িল।
দেখিয়া মায়ের লজ্জা কৃষ্ণ বাঁধা দিল।।
যাঁহার আদেশে চলে সমস্ত ভুবন।
যশোদা কি পারে তাঁরে করিতে বন্ধন।।
যমলার্জ্জুন দুই বৃক্ষ অভিশপ্ত ছিল।
বাল্য লীলাকালে প্রভু তাহে উদ্ধারিল।।
দুই বৎসর তিনমাস বয়স যখন।
এ সকল লীলা হরি করেন তখন।।
এই ভাবে বাল্যলীলা সমাপন করি।
বৃন্দাবন লীলায় প্রবেশে শ্রীহরি।।
অলকা তিলকা ভালে ভূষিত হইয়া।
সখাগণ সহ কৃষ্ণ বেণু বাজাইয়া।।
গোচারণ করিতেন বৃন্দাবন মাঝে।
মা যশোদা সাজাতেন অভিনব সাজে।।
বৎসাসুর বকাসুর অঘাসুর যত।
পঞ্চম বয়সে কৃষ্ণ করেন নিহত।।
কালীয় দমন আর দাবাগ্নি ভক্ষণ।
শ্রাবণে ঝুলন লীলা, ব্রহ্মাকে মোহন।।
ষষ্ঠ বর্ষে এই লীলা সম্পাদন করি।
সপ্তম বর্ষে প্রবেশ করেন শ্রীহরি।।
সপ্তম বর্ষের লীলা অতি চমৎকার।
গোপী বস্ত্রহরণ লীলা নাম হয় তার।।

অষ্টম বর্ষের লীলা গোবর্দ্ধন ধারণ।
ইন্দ্রকোপ হ'তে রক্ষা করে নারায়ণ॥
নবম বর্ষে রাসলীলা গোপীদের সাথে।
ফাগুনেতে দোললীলা পূর্ণিমা তিথিতে॥
কংস বধ করেন কৃষ্ণ গিয়া মথুরায়।
শিশুপাল জরাসন্ধ দ্বারকালীলায়॥
জগৎবাসীকে শিক্ষা দিবার কারণ।
দ্বারকালীলায় হয় রুক্মিণী-হরণ॥
নানাবিধ কত লীলা করেন দ্বাপরে।
পুনঃ লীলা করিবেন কল্কি অবতারে॥
জয় জয় কৃষ্ণচন্দ্র বল ভক্তগণ।
সংক্ষিপ্ত শ্রীকৃষ্ণলীলা হ'ল সমাপন॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী ব্রতকথা সমাপ্ত।

শ্রীরাধাষ্টমী ব্রত (পূজা-পদ্ধতি)

ব্রতের দ্রব্য—শাড়ী ১, মধুপর্ক, আসনাঙ্গুরীয় ১, নৈবেদ্য ১, কুচানৈবেদ্য ১, ধূপ, দীপ, ধুনা, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, দক্ষিণা সাধ্যমত।

ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষে অষ্টমী তিথিতে রাধার জন্মদিনে বসন, ভূষণ, ধূপ, দীপ, গন্ধ, নৈবেদ্য প্রভৃতি দ্বারা শ্রীমতির পূজা করিয়া নানাবিধ মহোৎসব, মঙ্গলাচরণ ও ক্রীড়াকৌতুক করিবে। শ্রীমতীর সখীবৃন্দ, গোপিকাবৃন্দ, কীর্ত্তিদা, বৃষভানু, নন্দ, প্রভৃতিরও পূজা করিতে হয়। পূজার শেষে যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ করিবে। তারপর ভক্তির সহিত কথা শুনিয়া সেইদিন উপবাসী থাকিয়া পরদিন বৈষ্ণবগণের সহিত পারণা করিতে হয়।

মূল মন্ত্র—ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ রাধিকায়ৈ স্বাহা।

শ্রীরাধিকার ধ্যান—তপ্তস্বর্ণ প্রভাং রাধাং সর্ব্বালঙ্কারভূষিতাম্।
নীলবস্ত্রপরীধানাং ভজে বৃন্দাবনেশ্বরীম্॥

(১) প্রণাম—নবীনহেমগৌরাঙ্গীং পূর্ণানন্দবতীং সতীম্।
বৃষভানুসুতাং দেবীং বন্দে রাধাং জগৎপ্রসূম্॥

(২) প্রণাম—তপ্তকাঞ্চনগৌরাঙ্গি রাধে বৃন্দাবনেশ্বরি।
বৃষভানুসুতে দেবি প্রণমামি হরিপ্রিয়ে॥

(৩) প্রণাম—রাসোৎসববিলাসিন্যৈ নমস্তে পরমেশ্বরি।
কৃষ্ণপ্রাণাধিকে রাধে পরমানন্দবিগ্রহে॥
(৪) প্রণাম—রাধাং রাসেশ্বরীং রম্যাং স্বর্ণকুণ্ডল ভূষিতাম্।
বৃষভানুসুতাং দেবীং নমামি শ্রীহরিপ্রিয়াম্॥

শ্রীরাধাষ্টমী-ব্রতকথা

একদা নারদ করি হরিগুণগান।
হর্ষচিত্তে গোলোকে শ্রীকৃষ্ণ কাছে যান॥
বন্দিয়া চরণ তাঁর বলেন বচন।
তব মুখে শুনিয়াছি ব্রত-বিবরণ॥
এখন শুনিতে ইচ্ছা শ্রীমতী রাধার।
জন্মদিন ব্রতকথা যাহা সর্ব্বসার॥
আপনার প্রিয়তমা চিৎশক্তিরূপিণী।
বৃষভানু কন্যারূপে জন্মিলেন তিনি॥
বৃষভানু রাজা কিবা পুণ্য করেছিল।
যার ফলে কন্যারূপে রাধাকে পাইল॥
কৃষ্ণ কহিলেন তবে শুন ঋষিবর।
তুমি মোর শ্রেষ্ঠ ভক্ত কহি অতঃপর॥
কোনকালে সূর্য্যদেব ত্রিলোক ভ্রমিয়া।
নানা প্রকার ঐশ্বর্য্য স্বচক্ষে দেখিয়া॥
তপস্যা করিতে সূর্য্য সঙ্কল্প করিল॥
মন্দর পর্ব্বতে গিয়া উপস্থিত হ'ল॥
তপস্যা করিল সূর্য্য গুহার ভিতর।
দেব পরিমাণে যাহা সহস্র বৎসর॥
তপস্যা দেখিয়া ইন্দ্র হইল চিন্তিত।
দেবগণ সহ তিনি হইয়া মিলিত॥
আমার নিকটে আসি করে নিবেদন।
সূর্য্যের তপস্যা হেরি ভয়ের কারণ॥
ইন্দ্রকে অভয় দান করি আমি বলি।
সকলেতে নিজ নিজ স্থানে যাও চলি॥
তপন হইতে নাই ভয়ের কারণ।
তাঁহাকে করিব ক্ষান্ত আমি যে এখন॥
দেবগণ গেল চলি আমার বচনে।
সূর্য্যের নিকটে আমি যাই সেইক্ষণে॥
আমাকে দেখিয়া সূর্য্য স্তব করে কত।
বলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ধ্যানে যাঁর রত॥
প্রত্যক্ষ দর্শন তাঁর পেয়েছি যখন।
সার্থক জনম মোর তপস্যাচরণ॥
দেখিয়া সূর্য্যের ভক্তি তুষ্ট হ'ল মন।
বলিলাম—বর তুমি করহ গ্রহণ॥
তপন তপন মোরে করিয়া প্রণতি।
বলিল প্রসন্ন যদি হন মোর প্রতি।

বরদান দিতে যদি হয় গো করুণা।
গুণবতী কন্যা এক করি যে প্রার্থনা॥
যাঁর বশীভূত প্রভু হবেন আপনি।
তথাস্তু বলিয়া বর দিলাম তখনি॥
রাধিকার বশীভূত হইব যে আমি।
মোর বশীভূতা রাধা হবে জেনো তুমি॥
উভয়ের মধ্যে কিছু প্রভেদ না রবে।
কন্যারূপে শ্রীমতীকে ধরায় পাইবে॥
ভূভার হরিতে আমি বৃন্দাবন ধামে।
নন্দালয়ে অবতীর্ণ হ'ব "কৃষ্ণ" নামে॥
জলাশয়ে ব্যাকুলিত চাতক যেমনি।
রাধা অদর্শনে আমি হইব তেমনি॥
তুমিও তথায় গোপকূলে জন্ম ল'বে।
বৃষভানু নামে রাজা বিখ্যাত হইবে॥
এত বলি অন্তর্হিত হইলাম আমি।
তপস্যা হইতে ক্ষান্ত হ'ন দিনমণি॥
অনন্তর মথুরায় অবতীর্ণ হয়ে।
অবস্থান করি আমি নন্দের আলয়ে॥
পূর্ব্বকথা মত সূর্য্য লভিল জনম।
বৈশ্যকূলে বৃষভানু নামে রাজা হন॥
কীর্ত্তিদা, নামেতে তাঁর পতিব্রতা সতী।
কিছুকাল পরে গর্ভে ধরেন সন্ততি॥
ভাদ্রমাস শুক্লপক্ষ অষ্টমী তিথিতে।
বিশাখা নক্ষত্রে কীর্ত্তিদা গর্ভ হ'তে॥

জন্মিলেন এক কন্যা অতি সুলক্ষণা।
সর্ব্ব সুন্দরী হয় রূপে অনুপমা॥
শুনি বৃন্দাবনবাসী গোপ গোপী যত।
সকলেতে বৃষভানুগৃহে উপস্থিত॥
পরমাসুন্দরী কন্যা সকলে দেখিয়া।
আশীর্ব্বাদ করে কত আনন্দ হইয়া॥
দধি দুগ্ধ হরিদ্রা চূর্ণ সকলে লইল।
পরস্পর অঙ্গে তারা সেচন করিল॥
কন্যা দেখি বৃষভানু হ'য়ে আনন্দিত।
দীন দুঃখী দ্বিজে দান করে অপ্রমিত॥
কৃষ্ণ কহিলেন পুনঃ শুনহ নারদ।
এই কন্যা রাধানামে প্রসিদ্ধা জগৎ॥
আমার মায়ায় মুগ্ধ হ'য়ে রাধাসতী।
আমাকেই পতিভাবে পেতে সদা মতি॥
অভীষ্টপূরণ জন্য গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে।
সূর্য্যদেবের আরাধনা লাগিল করিতে॥
যথাকালে আয়ানের সহিত রাধার।
বিবাহ হইলে পতিলাভ হ'ল তার॥
আমি যে পরমপুরুষ জ্ঞান করি মনে।
আমার সহিত বিহার করিত গোপনে॥
পরমপুরুষ সমাগমে নারীজাতি।
অন্তরেতে লাভ করে সুখ ও প্রীতি॥
যোগমায়াবলম্বনে আমি যে তখন।
প্রকাশিত করিলাম লীলার কারণ॥

যোগমায়াবলে রাধিকারে এইভাবে।
মুগ্ধ করিয়া আমি রাখিলাম ভবে॥
অনলদাহিকা শক্তি রহে অনলেতে।
যেমন কদাচ দূর হয় না তা' হ'তে ॥
সেইরূপ রাধা হ'তে নহি আমি ভিন্ন।
দুয়ে মিলে এক তনু হই "রাধাকৃষ্ণ"॥
পুরুষ প্রধান মোরে ভাবিয়া সে মনে।
রাসমঞ্চে গিয়া লীলা হ'ত মোর সনে॥
কৃষ্ণ কহিলেন, শুন ব্রহ্মার তনয়।
এ ব্রত করিলে রাধা আনন্দিত হয়॥
ভাদ্রমাস শুক্লপক্ষ অষ্টমী তিথিতে।
উপবাসে থাকি তাঁর জন্ম দিবসেতে ॥
বসন ভূষণ ধূপ দীপ গন্ধ লয়ে।
ফুল ফল এ সকল নৈবেদ্য সাজায়ে॥
শ্রীমতী রাধার পূজা করি ভক্তিভাবে।
নানাবিধ মঙ্গলাচরণ মহোৎসবে॥
এ ব্রত করিলে সর্ব্ব দুঃখ নাশ হয়।
পুত্র ও ঐশ্বর্য্য লভে সর্ব্বত্র বিজয়॥
শ্রীমতীর সখীবৃন্দ আর গোপীবৃন্দ।
কীর্ত্তিদা ও বৃষভানু নন্দ উপানন্দ॥
ইত্যাদি সকল পূজা করি তারপরে।
মূলমন্ত্র জপ করি ভক্তি সহকারে॥
তৎপরে ব্রতকথা করিবে শ্রবণ।
পরদিন বৈষ্ণব সহ করহ পারণ॥
বিপ্রকে দান দক্ষিণা দিবে সাধ্যমত।
ইহারই নাম জেনো রাধাষ্টমী ব্রত॥
শ্রীমতী রাধিকা দেবী সন্তুষ্ট এ ব্রতে।
আমিও প্রসন্ন লাভ করি তার সাথে॥
প্রতি বর্ষ এই ব্রত করে যেই সতী।
আমি ও শ্রীমতী রাধা তুষ্ট তার প্রতি ॥
ব্রতকথা শুনি ঋষি ভক্তিসহকারে।
কৃষ্ণচরণে প্রণাম করে বারে বারে॥
করিব এ ব্রত বলি সঙ্কল্প করিয়া।
"রাধাকৃষ্ণ" গান করি গেলেন চলিয়া॥
ভক্তপদরেণু প্রার্থী এ গোলোকপতি।
করিছে প্রার্থনা যেন নামে থাকে মতি ॥

ইতি শ্রীরাধাষ্টমী সম্পূর্ণ ব্রতকথা সমাপ্ত॥

॥ নারায়ণের প্রণাম ॥

ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥
পাপোঽহং পাপকর্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ।
ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ সর্বপাপহরো হরিঃ॥

॥ শ্রীকৃষ্ণের প্রণাম ॥

কৃষ্ণায় বাসুদেবায় দৈবকী নন্দনায় চ।
অশেষ ক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে।
গোপেশ গোপীকাকান্ত রাধাকান্ত নমোঽস্তু তে॥

॥ শ্রীশ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর-শতনাম ॥

জয় জয় গোবিন্দ গোপাল গদাধর।
কৃষ্ণচন্দ্র কর কৃপা করুণা-সাগর॥
জয় রাধে গোবিন্দ গোপাল বনমালী।
শ্রীরাধার প্রাণধন মুকুন্দ-মুরারি॥
হরিণামে বিনে রে (ভাই) গোবিন্দ নাম বিনে।
বিফলে মনুষ্য জন্ম যায় দিনে দিনে॥
দিন গেল মিছা কাজে রাত্রি গেল নিদ্রে।
না ভজিনু রাধাকৃষ্ণ-চরণার বৃন্দে॥
কৃষ্ণ ভজিবার তরে সংসারে আইনু।
মিছা মায়ায় বদ্ধ হয়ে বৃক্ষসম হৈনু॥
ফলরূপে পুত্র-কন্যা ডাল ভাঙ্গি পড়ে।
কালরূপে সংসারেতে পক্ষ বাসা করে॥
যখন কৃষ্ণ জন্ম নিলেন দৈবকী উদরে।
মথুরাতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে॥
বসুদেব রাখি আইল নন্দের মন্দিরে।
নন্দের আলয়ে কৃষ্ণ দিনে দিনে বাড়ে॥
শ্রীনন্দ রাখিল নাম নন্দের নন্দন। ১
যশোদা রাখিল নাম যাদু বাছাধন॥ ২
উপানন্দ নাম রাখে সুন্দর-গোপাল। ৩
ব্রজবালক নাম রাখে ঠাকুর-রাখাল॥ ৪
সুবল রাখিল নাম ঠাকুর কানাই। ৫
শ্রীদাম রাখিল নাম রাখাল-রাজা ভাই॥ ৬
ননীচোরা নাম রাখে যতেক গোপিনী। ৭
কালসোণা নাম রাখে রাধাবিনোদিনী॥ ৮
কুব্জা রাখিল নাম পতিত-পাবন-হরি। ৯
চন্দ্রাবলী নাম রাখে মোহন-বংশীধারী॥ ১০
অনন্ত রাখিল নাম অন্ত না পাইয়া। ১১
কৃষ্ণ নাম রাখে গর্গ ধ্যানেতে জানিয়া॥ ১২
কণ্বমুনি নাম রাখে দেবচক্রপাণি। ১৩
বনমালী নাম রাখে বনের হরিণী॥ ১৪
গজহস্তী নাম রাখে শ্রীমধুসূদন। ১৫
অজামিল নাম রাখে দেব নারায়ণ॥ ১৬
পুরন্দর নাম রাখে দেব শ্রীগোবিন্দ। ১৭
দ্রৌপদী রাখিল নাম দেব দীনবন্ধু॥ ১৮
সুদাম রাখিল নাম দারিদ্র্য-ভঞ্জন। ১৯
ব্রজবাসী নাম রাখে ব্রজের জীবন॥ ২০
দর্পহারী নাম রাখে অর্জ্জুন সুধীর। ২১
পশুপতি নাম রাখে গরুড় মহাবীর॥ ২২
যুধিষ্ঠির নাম রাখে দেব যদুবর। ২৩
বিদুর রাখিল নাম কাঙ্গালের ঠাকুর॥ ২৪
বাসুকী রাখিল নাম দেব-সৃষ্টি স্থিতি। ২৫
ধ্রুবলোকে নাম রাখে ধ্রুবের সারথি॥ ২৬
নারদ রাখিল নাম ভক্ত-প্রাণধন। ২৭
ভীষ্মদেব নাম রাখে লক্ষ্মী-নারায়ণ॥ ২৮

সত্যভামা নাম রাখে সত্যের সারথি। ২৯
জাম্ববতী নাম রাখে দেব যোদ্ধাপতি ॥ ৩০
বিশ্বামিত্র নাম রাখে সংসারের সার। ৩১
অহল্যা রাখিল নাম পাষাণ-উদ্ধার ॥ ৩২
ভৃগুমুনি নাম রাখে জগতের হরি। ৩৩
পঞ্চমুখে রামনাম গান ত্রিপুরারি ॥ ৩৪
কুঞ্জকেশী নাম রাখে বলি সদাচারী। ৩৫
প্রহ্লাদ রাখি নাম নৃসিংহ-মুরারি ॥ ৩৬
বশিষ্ঠ রাখিল নাম মুনি-মনোহর। ৩৭
বিশ্বাবসু নাম রাখে নবজলধর ॥ ৩৮
সম্বর্ত্তক রাখে নাম গোবর্দ্ধনধারী। ৩৯
প্রাণপতি নাম রাখে যত ব্রজনারী ॥ ৪০
অদিতি রাখিল নাম অরাতি-সূদন। ৪১
গদাধর নাম রাখে যমল-অর্জ্জুন ॥ ৪২
মহাযোদ্ধা নাম রাখে ভীম মহাবল। ৪৩
দয়ানিধি রাখে নাম দরিদ্র সকল ॥ ৪৪
বৃন্দাবন-চন্দ্র নাম রাখে বৃন্দাদূতি। ৪৫
বিরজা রাখিল নাম যমুনার পতি ॥ ৪৬
বাণীপতি নাম রাখে গুরু বৃহস্পতি। ৪৭
লক্ষ্মীপতি রাখে নাম সুমন্ত্র সারথি ॥ ৪৮
সন্দীপনি নাম রাখে দেব অন্তর্য্যামী। ৪৯
পরাশর নাম রাখে ত্রিলোকের স্বামী ॥ ৫০
পদ্মযোনি নাম রাখে অনাদির আদি। ৫১
নট-নারায়ণ নাম রাখিল সম্বাদি ॥ ৫২

হরেকৃষ্ণ নাম রাখে প্রিয় বলরাম। ৫৩
ললিতা রাখিল নাম দূর্ব্বাদলশ্যাম ॥ ৫৪
বিশাখা রাখিল নাম অনঙ্গমোহন। ৫৫
সুচিত্রা রাখিল নাম শ্রীবংশীবদন ॥ ৫৬
আয়ান রাখিল নাম ক্রোধ-নিবারণ। ৫৭
চণ্ডকেশী নাম রাখে কৃতান্ত-শাসন ॥ ৫৮
জ্যোতিষ্ক রাখিল নাম নীলকান্তমণি। ৫৯
গোপীকান্ত নাম রাখে সুদাম-ঘরণী ॥ ৬০
ভক্তগণ নাম রাখে দেব জগন্নাথ। ৬১
দুর্ব্বাসা রাখেন নাম অনাথের নাথ ॥ ৬২
রাসেশ্বর নাম রাখে যতেক মালিনী। ৬৩
সর্ব্ব-যজ্ঞেশ্বর নাম রাখেন শিবানী ॥ ৬৪
উদ্ধব রাখিল নাম মিত্র-হিতকারী। ৬৫
অক্রূর রাখিল নাম ভব-ভয়হারী ॥ ৬৬
গুঞ্জমালী নাম রাখে নীল পীতবাস। ৬৭
সর্ব্ববেত্তা রাখে নাম দ্বৈপায়ন ব্যাস ॥ ৬৮
অষ্টসখী নাম রাখে ব্রজের ঈশ্বর। ৬৯
সুরলোকে রাখে নাম অখিলের সার ॥ ৭০
বৃষভানু নাম রাখে পরম ঈশ্বর। ৭১
স্বর্গবাসী রাখে নাম দেব পরাৎপর ॥ ৭২
পুলোমা রাখেন নাম অনাথের সখা। ৭৩
রসসিন্ধু নাম রাখে সখী চিত্রলেখা ॥ ৭৪
চিত্ররথ নাম রাখে অরাতি-দমন। ৭৫
পুলস্ত্য রাখিল নাম নয়ন-রঞ্জন ॥ ৭৬

কশ্যপ রাখেন নাম রাস-রাসেশ্বর। ৭৭
ভাণ্ডারীক নাম রাখে পূর্ণ-শশধর॥ ৭৮
সুমালী রাখিল নাম পুরুষ-প্রধান। ৭৯
পুরঞ্জন নাম রাখে ভক্তগণ প্রাণ॥ ৮০
রজকিনী নাম রাখে নন্দের-দুলাল। ৮১
আহ্লাদিনী নাম রাখে ব্রজের-গোপাল॥ ৮২
দেবকী রাখিল নাম নয়নের মণি। ৮৩
জ্যোতির্ম্ময় নাম রাখে যাজ্ঞবল্ক্য মুনি॥ ৮৪
অত্রিমুনি নাম রাখে কোটি-চন্দ্রেশ্বর। ৮৫
গৌতম রাখিল নাম দেব বিশ্বম্ভর॥ ৮৬
মরীচি রাখিল নাম অচিন্ত্য অচ্যুত। ৮৭
জ্ঞানাতীত নাম রাখে সৌনকাদি সুত॥ ৮৮
রুদ্রগণ নাম রাখে দেব মহাকাল। ৮৯
বসুগণ রাখে নাম ঠাকুর দয়াল॥ ৯০
সিদ্ধগণ নাম রাখে পুতনা-নাশন। ৯১
সিদ্ধার্থ রাখিল নাম কপিল তপোধন॥ ৯২
ভাগুরি রাখিল নাম অগতির গতি। ৯৩
মৎস্যগন্ধা নাম রাখে ত্রিলোকের পতি॥ ৯৪
শুক্রাচার্য্য রাখে নাম অখিল-বান্ধব। ৯৫
বিষ্ণুলোকে নাম রাখে দেব শ্রীমাধব॥ ৯৬
যদুগণ নাম রাখে যদুকুলপতি। ৯৭
অশ্বিনীকুমার নাম রাখে সৃষ্টি-স্থিতি॥ ৯৮
অর্য্যমা রাখিল নাম কাল-নিবারণ। ৯৯
সত্যবতী নাম রাখে অজ্ঞান-নাশন॥ ১০০
পদ্মাক্ষ রাখিল নাম ভ্রমণ ভ্রময়ী। ১০১
ত্রিভঙ্গ রাখিল নাম যত সহচরী॥ ১০২
বঙ্কচন্দ্র নাম রাখে শ্রীরূপমঞ্জরী। ১০৩
মাধুরী রাখিল নাম গোপী-মনোহরী॥ ১০৪
মঞ্জুমালী নাম রাখে অভীষ্ট-পূরণ। ১০৫
কুটিলা রাখিল নাম মদন-মোহন॥ ১০৬
মঞ্জরী রাখিল নাম কর্ম্মবন্ধ-নাশ। ১০৭
ব্রজবধূ নাম রাখে পূর্ণ-অভিলাষ॥ ১০৮
দৈত্যারি দ্বারিকানাথ দারিদ্র্য-ভঞ্জন।
দয়াময় দ্রৌপদীর লজ্জানিবারণ॥
স্বরূপে সবার হয় গোলোকেতে স্থিতি।
বৈকুণ্ঠে ক্ষীরোদশায়ী কমলার পতি॥
রসময় রসিক নাগর অনুপাম।
নিকুঞ্জবিহারী হরি নব-ঘনশ্যাম॥
শালগ্রাম দামোদর শ্রীপতি শ্রীধর।
তারকব্রহ্ম সনাতন পরম ঈশ্বর॥
কল্পতরু কমললোচন হৃষীকেশ।
পতিত-পাবন গুরু জ্ঞান উপদেশ॥
চিন্তামণি চতুর্ভুজ দেব চক্রপাণি।
দীনবন্ধু দেবকী-নন্দন যদুমণি॥
অনন্ত কৃষ্ণরে নাম অনন্ত মহিমা।
নারদাদি ব্যাসদেব দিতে নারে সীমা॥
নাম ভজ নাম চিন্ত নাম কর সার।
অনন্ত কৃষ্ণের নাম মহিমা অপার॥

শতভার সুবর্ণ গো কোটি কন্যাদান।
তথাপি না হয় কৃষ্ণ নামের সমান॥
যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি।
নামের সহিত আছে আপনি শ্রীহরি॥
শুন শুন ওরে ভাই নাম সংকীর্ত্তন।
যে নাম শ্রবণে হয় পাপ বিমোচন॥
কৃষ্ণনাম হরিনাম বড়ই মধুর।
যেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর॥
ব্রহ্মা-আদি দেব যাঁরে ধ্যানে নাহি পায়।
সে ধনে বঞ্চিত হলে কি হবে উপায়॥
হিরণ্যকশিপুর উদর বিদারণ।
প্রহ্লাদে করিলা রক্ষা দেব-নারায়ণ॥
বলিরে ছলিতে প্রভু হইলা বামন।
দ্রৌপদীর লজ্জা হরি কৈলা নিবারণ॥
অষ্টোত্তর শতনাম যে করে পঠন।
অনায়াসে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ॥
ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করে নন্দের নন্দন।
মথুরায় কংস-ধ্বংসে লঙ্কায় রাবণ॥
বকাসুর বধ আদি কালীয় দমন।
নরোত্তম দাস কহে নাম সঙ্কীর্ত্তন॥

॥ চৌত্রিশ পদাবলী ॥

ক, কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবতার।
খ, খেলিবার প্রবন্ধে কৈল খোল করতাল॥
গ, গড়াগড়ি যান প্রভু নিজ সংকীর্ত্তনে।
ঘ, ঘরে ঘরে হরিনাম দেন সর্ব্বজনে॥
ঙ, উচ্চৈঃস্বরে কান্দে প্রভু জীবের লাগিয়া।
চ, চেতন করান জীবে কৃষ্ণ-নাম দিয়া॥
ছ, ছল ছল করে আঁখি নেত্র-জল ঝরে।
জ, জগৎ পবিত্র কৈলা গৌর কলেবরে॥
ঝ, ঝলমল মুখ যাঁর পূর্ণ শশধর।
ঞ, এমত না দেখি আর দয়ার সাগর॥
ট, টলমল করে গোরা ভাবেতে বিভোল
ঠ, ঠমকে ঠমকে যায় বলে হরিবোল॥
ড, ডোরহি কৌপীন ক্ষীণ কটির উপরে।
ঢ, ঢলিয়া ঢলিয়া পড়ে গদাধর-ক্রোড়ে॥
ণ, আন্ পরসঙ্গ গোরা না শুনে শ্রবণে।
ত, তান মান গান রসে মজাইয়া মনে॥
থ, স্থির নাহি হয় প্রভুর নয়নের জল।
দ, দীনহীন জনেরে ধরিয়া দেন কোল॥
ধ, ধোয়াইয়া পূরব পিরীত পরসঙ্গ।
ন, না জানি কাহার ভাবে হইলা ত্রিভঙ্গ॥
প, প্রেমরসে ভাসাইলা অখিল সংসার।
ফ, ফুটিল শ্রীবৃন্দাবনে সুরধুনী ধার॥
ব, ব্রহ্মা মহেশ্বর ধ্যানে করে অন্বেষণ।
ভ, ভাবিয়া না পান যারে সহস্র-বদন॥
ম, মত্ত মাতঙ্গ গতি মধুর মন্দ হাস।
য, যশোমতী মাতা যার ভুবনে প্রকাশ॥

র, রতিপতি সম রূপ অতি মনোরম।
ল, লীলা লাবণ্য যার অতি অনুপম॥
ব, বসুদেব সুত সেই শ্রীনন্দ-নন্দন।
শ, শচীর নন্দন এবে বলে সর্ব্বজন॥
ষ, ষড়ভুজ-রূপ হৈলা অত্যাশ্চর্য্যময়।
স, সবাকার প্রাণধন গোরা রসময়॥
হ, হরি হরি বল ভাই কর মহাযজ্ঞ।
ক্ষ, ক্ষিতিতলে জন্মি কেহ না হও অবিজ্ঞ॥
চৌত্রিশ পদাবলী যে করিবে কীর্ত্তন।
দাস নরোত্তম মাগে তাঁহার চরণ॥

॥ শুক শারীর দ্বন্দ্ব ॥

বৃন্দাবন-বিলাসিনী রাই আমাদের।
রাই আমাদের, রাই আমাদের,
আমরা রাইয়ের রাই আমাদের॥
শুক বলে আমার কৃষ্ণ মদনমোহন।
শারী বলে আমার রাধা বামে যতক্ষণ,
নৈলে শুধুই মদন॥
শুক বলে আমার কৃষ্ণ গিরি ধরেছিল।
শারী বলে আমার রাধা শক্তি সঞ্চারিল,
নৈলে পারবে কেন॥
শুক বলে আমার কৃষ্ণের মাথায় ময়ূর-পাখা।
শারী বলে আমার রাধার নামটি তাতে লেখা,
ঐ যে যায় গো দেখা॥
শুক বলে আমার কৃষ্ণের চূড়া বামে হেলে।
শারী বলে আমার রাধার চরণ পাবে ব'লে,
চূড়া তাইতো হেলে॥
শুক বলে আমার কৃষ্ণ যশোদার জীবন।
শারী বলে আমার রাধা জীবনের জীবন,
নৈলে শূন্য জীবন॥
শুক বলে আমার কৃষ্ণ জগৎ চিন্তামণি।
শারী বলে আমার রাধা প্রেম প্রদায়িনী,
সে তোমার কৃষ্ণ জানে॥
শুক বলে আমার কৃষ্ণের বাঁশী করে গান।
শারী বলে সত্য বটে, বলে রাধার নাম,
নৈলে, মিছাই গান॥
শুক বলে আমার কৃষ্ণ জগতের গুরু।
শারী বলে আমার রাধা বাঞ্ছাকল্পতরু,
নৈলে কে কার গুরু॥
শুক বলে আমার কৃষ্ণ প্রেমের ভিখারী।
শারী বলে আমার রাধা প্রেমের লহরী,
প্রেমের ঢেউ কিশোরী॥
শুক বলে আমার কৃষ্ণের কদমতলায় থানা।
শারী বলে আমার রাধা করে আনাগোনা,
নৈলে যেত না জানা॥
শুক বলে আমার কৃষ্ণ জগতের কালো।
শারী বলে আমার রাধার রূপে জগত আলো
নৈলে আঁধার কালো॥

শুক বলে আমার কৃষ্ণের শ্রীরাধিকা দাসী।
শারী বলে সত্য বটে, সাক্ষী আছে বাঁশী,
নৈলে হতো কাশীবাসী॥
শুক বলে আমার কৃষ্ণ জগত জীবন।
শারী বলে আমার রাধা মধুর পবন,
নৈলে কি থাকে জীবন॥
শুক বলে আমার কৃষ্ণ জগতের প্রাণ।
শারী বলে আমার রাধা জীবন করে দান,
নইলে বাঁচে কি প্রাণ॥
শুক শারী দু'জনার দ্বন্দ্ব ঘুচে গেল।
প্রেমভরে সবে একবার হরি হরি বল,
শ্রীবৃন্দাবনে চল॥

শুক-শারীর দ্বন্দ্ব সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীরাধিকার বারমাসী

জয় শ্রীচৈতন্য জয় প্রভু নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈত চন্দ্র জয় শ্রীরাধা গোবিন্দ॥
মাঘেতে মাধব কৈল মথুরায় গমন।
দশদিক শূন্য হেরি নব বৃন্দাবন॥
ফাগুনে দ্বিগুণ দুঃখ চিত্তে উঠে রোল।
গোকুলে গোবিন্দ নাই কে করিবে দোল॥
চৈত্রেতে চাতকী পক্ষী নিকুঞ্জ কুটীরে।
প্রিয় প্রিয় রব করে, ডাকে উচ্চঃস্বরে॥
বৈশাখে বিদেশে গেছে, প্রিয় গুণমন্ত।
সে অবধি রাধিকার দুঃখের নাই অন্ত॥
জ্যৈষ্ঠে যমুনার জলে খেলিত বনমালী।
শ্যাম-অঙ্গে দিতাম জল অঞ্জলি অঞ্জলি॥
আষাঢ়ে নবীন মেঘ, ভ্রমণ গুঞ্জরে।
তা' দেখিয়া শ্রীরাধিকার কৃষ্ণ মনে পড়ে॥
শ্রাবণে সকলে মোরা, লয়ে প্রিয় সাথি।
নিকুঞ্জে বসিয়া হায়, গাঁথিতাম মালতী॥
ভাদরে ভরম নদী, দুকূল পাথার।
কেমনে হইব পার, না জানি সাঁতার॥
আশ্বিনে অম্বিকা পূজা, করে জগজ্জনে।
অবশ্য আসিবে প্রিয়, অষ্টমীর খেণে॥
কার্ত্তিকে করিল হরি, কালীয় দমন।
নানা জাতি পুষ্প ফুটে, অঙ্গেরি ভূষণ॥
অঘাণে শুনেছি সখি, অপরূপ কথা।
অক্রূর ধরেছে শিরে, নবদণ্ড ছাতা॥
পৌষেতে পত্র লিখি, দিলাম সখীর হাতে।
কে যাইবে মথুরায়, লোক নাই সাথে॥
শ্রীরাধিকার বারমাসী সমাপন হ'ল।
ভক্তগণ প্রেমানন্দে হরি হরি বল॥

সম্পূর্ণ